অধ্যায় ০৫

দেব-দেবী ও পূজা
Deitis & Puja

এ অধ্যায়ে অনন্য A+ সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ | প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ | শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ পাঠ-১ : পূজা ও পুরোহিত ▸ পাঠ-২ : দেব-দেবীর ধারণা ▸ পাঠ-৩ : দেবী দুর্গা : দেবী দুর্গার পরিচয় ও রূপ ▸ পাঠ-৪ : দুর্গাপূজা পদ্ধতি ▸ পাঠ-৫ : দুর্গাপূজা পদ্ধতি : ষষ্ঠী ও সপ্তমী পূজা ▸ পাঠ-৬ ও ৭ : মহা অষ্টমী পূজা ও কুমারী পূজা ▸ পাঠ-৮ ও ৯ : দেবী কালী-কালী দেবীর পরিচয় ▸ পাঠ-১০ : কার্তিক দেবের পরিচয়, পূজার ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র ▸ পাঠ-১১ : দেবী শীতলা।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

'পূজা' শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জানানো, যা পুষ্প কর্মের মধ্য দিয়ে অর্চনা বা উপাসনার মাধ্যমে করা হয়। হিন্দুধর্মে 'পূজা' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঈশ্বরের প্রতীক বা তাঁর কোনো রূপকে (দেব-দেবী) সন্তুষ্ট করার জন্য ভক্তি সহকারে ফুল, দূর্বা, তুলসি পাতা, বিল্বপত্র, চন্দন, আতপচাল, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে পূজা করা হয়। পুরোহিত শব্দটি 'পুরস' (পুরঃ) এবং 'হিত' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। পুরোহিত সম্মুখভাগে অবস্থান করে পূজা-অর্চনা কার্যাদি সম্পাদন করেন। ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বা দেবী বলে। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ। দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া অর্থাৎ মহাজাগতিক শক্তি। দেবী কালী শিবের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন যা বিভিন্ন পুরাণে উল্লেখ আছে। মার্কেন্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে তিনি বিভিন্ন রূপে অসুরদের ধ্বংস করে স্বর্গের দেবতাদের রক্ষা করেন। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজার আয়োজন করা হয়। কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন। কথিত আছে, দেবকী কার্তিকের ব্রত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। পূজামন্দিরে বা শীতলা পূজার নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহিতের মাধ্যমে শীতলা পূজা করা হয়। পূজার পদ্ধতি অন্যান্য পূজার অনুরূপ হলেও এ পূজার সময় ঠান্ডা জাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়।

এক নজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ২০২
  - বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ২০২
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ২০২
  - শিখনফল বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ২০২
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ২০৩
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ২০৩
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ২০৪
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ২০৪
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে ---- পৃষ্ঠা ২০৫
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ২১২
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ২১৬
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ২১৯
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত ---- পৃষ্ঠা ২১৯
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ২১৯
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---- পৃষ্ঠা ২৩৫
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত ---- পৃষ্ঠা ২৩৯
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ২৪১
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---- পৃষ্ঠা ২৪২

PART 01

বিশ্লেষণ
Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায় থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৫–২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে অধ্যায়টি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	৫	০	২	১	৪	১	৩	১	৩	১	৩	২	৪	১	৩	১	৩	১
২০২৩	৪	২	৫	১	৭	২	৩	২	২	১	৫	২	৪	২	৪	২	২	২
২০২০	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২০১৯	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	০	০
২০১৮	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	০	০
২০১৭	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	০	০
২০১৬	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	০	০
২০১৫	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	০	০
মোট	২২	৬	২০	৬	২৪	৭	১৯	৭	১৮	৬	২১	৮	২১	৭	২০	৭	৬	৪

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

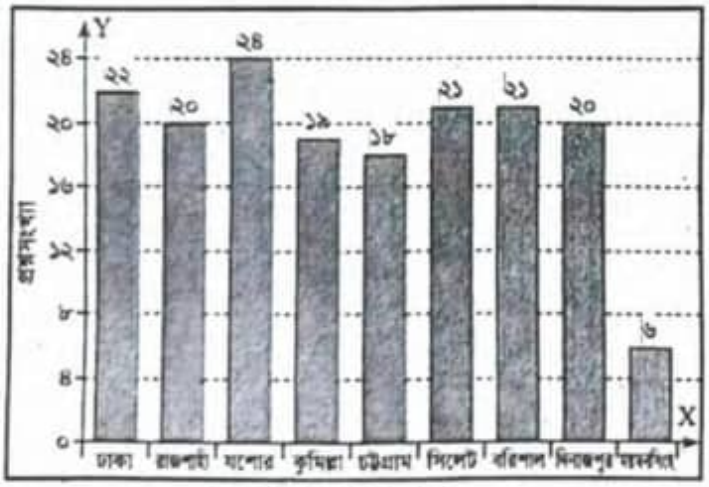

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

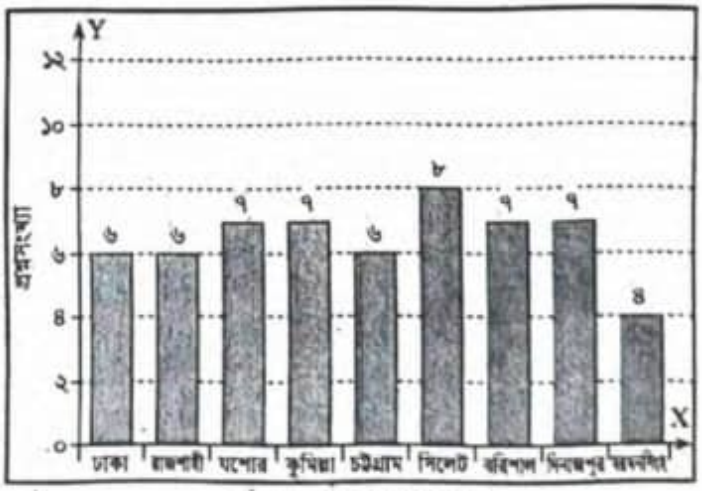

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

শিখনফল বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শিখনফল বোর্ড মার্কিংয়ের মাধ্যমে নিচের ছকে তা দেখানো হলো–

শিখনফল	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
শিখনফল ১ : পূজা ও পুরোহিতের ধারণা ব্যাখ্যা এবং পুরোহিতের যোগ্যতা বর্ণনা করতে পারব।	[সি. বো. '২৪; দি. বো. '২৪]	★★★
শিখনফল ২ : দেব-দেবীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '২০, '১৯; ম. বো. '২০; সকল বোর্ড '১৮]	★★★
শিখনফল ৩ : দুর্গা নামের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারব।		★★★
শিখনফল ৪ : দেবী দুর্গার পরিচয় ও রূপ বর্ণনা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৩; চ. বো. '২৪]	★★★
শিখনফল ৫ : দুর্গা পূজা পদ্ধতি (বোধন থেকে বিসর্জন) বর্ণনা করতে পারব।	[রা. বো. '২৪; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৪, '২৩; দি. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৮]	★★★
শিখনফল ৬ : দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।		★★★
শিখনফল ৭ : কুমারী পূজা ও বিজয়া দশমীর তাৎপর্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।	[রা. বো. '২৪; য. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৩; দি. বো. '২৪]	★★★

শিখনফল ৮ : আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে দুর্গাপূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।	[সকল বোর্ড '১৬]	3D
শিখনফল ৯ : নিজ জীবনাচরণে দুর্গা পূজার শিক্ষার অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব।	[রা. বো. '২৩; সি. বো. '২৩]	3D
শিখনফল ১০ : দেবী কালীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।	[য. বো. '২৩; কু. বো. '২৪, '২৩; সি. বো. '২৪; দি. বো. '২৩; ম. বো. '২৪]	2D
শিখনফল ১১ : কালী পূজার ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।		3D
শিখনফল ১২ : আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কালী পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং নিজ জীবনাচরণে কালী পূজার শিক্ষার অনুশীলন করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৩; ব. বো. '২৪, '২৩]	5D
শিখনফল ১৩ : শীতলা দেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২০; রা. বো. '২৩, '২০; য. বো. '২৪, '২৩, '২০; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২৩, '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২৩, '২০]	2D
শিখনফল ১৪ : শীতলা পূজার প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।		3D
শিখনফল ১৫ : শীতলা পূজার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৩; সি. বো. '২৪, '২৩]	5D
শিখনফল ১৬ : নিজ জীবনাচরণে শীতলা পূজার প্রভাব উপলব্ধি করে পূজা-অর্চনা অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব।	[ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]	2D
শিখনফল ১৭ : কার্তিক দেবের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৩; সি. বো. '২৪]	5D
শিখনফল ১৮ : কার্তিকপূজার ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রের সরলার্থ ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।		3D
শিখনফল ১৯ : কার্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং দেব মাহাত্ম্য প্রচার ও দেবের শিক্ষা উপলব্ধি করে পূজার্চনা অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হব।	[ঢা. বো. '২০; রা. বো. '২০; য. বো. '২৪, '২৩, '২০; কু. বো. '২৪, '২০; চ. বো. '২৪, '২০; সি. বো. '২৩, '২০; ব. বো. '২৩, '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২৪, '২৩]	2D

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

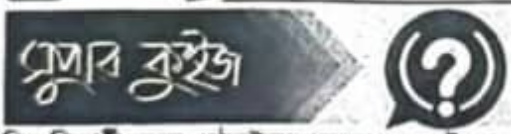

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায় অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

পূজা ও পুরোহিত ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬২

১. 'পূজা' শব্দের অর্থ কী? উ : প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা জানানো
২. পুরস্ শব্দের অর্থ কী? উ : সম্মুখে
৩. 'হিত' শব্দের অর্থ কী? উ : অবস্থান
৪. পৌরোহিত্য করার জন্য কোনটি থাকা প্রয়োজন? উ : সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান
৫. একজন পুরোহিতের কতগুলো গুণ থাকা উচিত? উ : এগারোটি
৬. পূজায় যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন তাঁর নাম কী? উ : পুরোহিত
৭. কে পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে অবস্থান করেন? উ : পুরোহিত
৮. যজমান পূজা দেওয়ার জন্য কাকে আমন্ত্রণ করে আনেন? উ : পুরোহিতকে

দেবদেবীর ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৩

৯. মনসাদেবীকে কোন দেবতা বলা হয়? উ : লৌকিক দেবতা
১০. দেবতারা কার গুণ ও শক্তির প্রকাশ? উ : ঈশ্বরের
১১. ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তিকে কী বলে? উ : দেবতা
১২. পুরাণে কোন দেবতাকে শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারীরূপে দেখা যায়? উ : বিষ্ণু
১৩. 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' কোন গ্রন্থের শ্লোক? উ : ঋগ্বেদ
১৪. দেবকুলের রাজা কে? উ : ইন্দ্র
১৫. হিন্দুধর্মগ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে দেবতাদেরকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? উ : তিন ভাগে
১৬. বেদে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে তাদেরকে কী বলা হয়? উ : বৈদিক দেবতা
১৭. বেদে কাকে যজ্ঞের পুরোহিত, দীপ্তিময়, দেবগণের আহ্বানকারী ও ঋত্বিক বলা হয়েছে? উ : অগ্নি দেবতাকে
১৮. পৌরাণিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? উ : পুরাণে বর্ণিত দেবতা
১৯. পারিবারিক সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পূজা করা হয় তাকে কী বলে? উ : পারিবারিক পূজা

দেবী দুর্গা : দেবী দুর্গার পরিচয় ও রূপ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৫

২০. 'পূর্ণচাপ' শব্দের অর্থ কী? উ : ধনুক
২১. কোন দেবীকে ত্রিনয়না বলা হয়? উ : দুর্গা
২২. দেবী দুর্গার বাম চোখ কী নির্দেশ করে? উ : চন্দ্র
২৩. দেবী দুর্গার ডান চোখ কী নির্দেশ করে? উ : সূর্য
২৪. দেবী দুর্গার সকল অস্ত্র কিসের প্রতীক? উ : শক্তি ও গুণের
২৫. হিমালয় দেবী দুর্গাকে কী দিলেন? উ : সিংহ
২৬. সিংহ কিসের প্রতীক? উ : শক্তির
২৭. দুর্গা শব্দের অর্থ কোনটি? উ : দুর্গতিনাশিনী
২৮. এ মহাবিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বিনাশকারী দেবী কে? উ : দুর্গা
২৯. মহিষাসুর কার কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিয়েছিল? উ : দেবরাজ ইন্দ্র

৩০. দেবী দুর্গাকে মহিষমর্দিনী বলা হয় কেন? উ: মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলে
৩১. দেবী দুর্গাকে দশভুজা বলা হয় কেন? উ: তাঁর দশটি হাত আছে বলে
৩২. দেবী দুর্গার চোখ কয়টি? উ: তিনটি
৩৩. দেবী দুর্গার বাহন কী? উ: সিংহ

দুর্গাপূজা পদ্ধতি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৭

৩৪. কোন পূজায় চণ্ডী পাঠ করা হয়? উ: দুর্গা পূজায়
৩৫. কখন শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়? উ: আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে
৩৬. দুর্গাপূজায় কোন ফুলের রেণুর জলের প্রয়োজন হয়? উ: পদ্ম ফুল
৩৭. বছরে কতবার দুর্গোৎসবের প্রথা রয়েছে? উ: দুইবার
৩৮. দুর্গা ষষ্ঠীর-বোধন কোনদিনের অনুষ্ঠান? উ: প্রথম দিন

দুর্গাপূজা পদ্ধতি : ষষ্ঠী ও সপ্তমী পূজা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৭

৩৯. আমরা কোন পূজার মাধ্যমে জীবনদায়ী বৃক্ষের পূজা করি? উ: নবপত্রিকা পূজা
৪০. নবপত্রিকা মূলত কয়টি গাছের সমাহার? উ: নয়টি
৪১. নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠায় হলুদ গাছ কোন দেবীকে নির্দেশ করে? উ: দেবী দুর্গা
৪২. শারদীয় পূজায় বোধন করা হয় কখন? উ: সন্ধ্যা বা গোধূলিতে
৪৩. বোধন কথার অর্থ কী? উ: ঘুম ভাঙানো
৪৪. নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠায় ধান গাছ কোন দেবীর নির্দেশক? উ: লক্ষ্মী দেবী

মহা অষ্টমী পূজা ও কুমারী পূজা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৮

৪৫. সন্ধিপূজা কোন দিন হয়? উ: তৃতীয় দিন
৪৬. নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কী পূজা করা হয়? উ: কুমারী পূজা
৪৭. কোন তিথিতে সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়? উ: অষ্টম-নবমী
৪৮. কুমারী পূজা করা হয় কোন তিথিতে? উ: অষ্টমী
৪৯. সন্ধি পূজায় কয়টি মাটির প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়? উ: ১০৮টি
৫০. 'হিন্দুদের দেব-দেবী' গ্রন্থের লেখক কে? উ: হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
৫১. কুমারী পূজা কার পূজা হিসেবে বিবেচিত? উ: দেবী দুর্গা
৫২. কোন দিন দেবী দুর্গাকে বিসর্জন দিতে হয়? উ: দশমীর দিনে
৫৩. অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন কোনটি? উ: দশমীর দিন

দেবী কালী-কালী দেবীর পরিচয় ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭০

৫৪. কোন দেবীর মধ্যে কোমল ও কঠোর রূপ পরিলক্ষিত হয়? উ: কালী
৫৫. অসুর বিনাশে ভয়ঙ্করী কে? উ: দেবী কালী
৫৬. ভক্তের কাছে দেবী কালী কেমন? উ: স্নেহময়ী জননী
৫৭. কোন দেবীর অপর নাম চামুণ্ডা? উ: দেবী কালী
৫৮. মহামারীর সময় কোন পূজা করা হয়? উ: কালী পূজা
৫৯. কালীপূজা হয় কোন তিথিতে? উ: অমাবস্যা তিথিতে
৬০. দেবী অম্বিকার অপর রূপ কী? উ: কালী
৬১. কর্তৃকা শব্দের অর্থ কী? উ: কাটারি
৬২. দেবী কালীও কার মতো শক্তির দেবী? উ: দুর্গা
৬৩. কে শিবের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন? উ: কালী
৬৪. কার কাছ থেকে আমরা সহজের কাছে কোমল হওয়ার শিক্ষা পাই? উ: দেবী কালী

কার্তিক দেবের পরিচয়, পূজার ধ্যান ও প্রণাম ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭২

৬৫. দেব সেনাপতি কে? উ: কার্তিক
৬৬. কুমার গুহ কার অন্য নাম? উ: কার্তিক
৬৭. আদর্শ ও সুন্দর সন্তান কামনায় কোন দেবতার পূজা করা হয়? উ: কার্তিক
৬৮. কার্তিক দেবের বাহন কোনটি? উ: ময়ূর
৬৯. নম্র ও বিনয়ী দেবতা কে? উ: কার্তিক
৭০. কোন দেবতাকে ষড়ানন বলা হয়? উ: কার্তিক
৭১. কার্তিকের দেহাবরণ কেমন? উ: তপ্ত স্বর্ণের মতো
৭২. আনন মানে কী? উ: মুখ
৭৩. কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা কী প্রার্থনা করে? উ: সন্তানসন্ততি

দেবী শীতলা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭৪

৭৪. 'ঠাকুরাণি জাগরণী' নামে পরিচিত কোন দেবী? উ: শীতলা
৭৫. দেবী শীতলার পূজা করা হয় কোন ঋতুতে? উ: বর্ষা ঋতুতে
৭৬. শীতলা দেবীর ডান হাতে কোনটি থাকে? উ: সম্মার্জনী ধারনি
৭৭. শীতলা কী.দেবী? উ: লৌকিক দেবী
৭৮. শীতলা দেবীর বাহন কোনটি? উ: গর্দভ
৭৯. শীতলা পূজা হয় কোন মাসে? উ: শ্রাবণ মাসে
৮০. রোগ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দেবী হিসাবে পূজিত হন কোন দেবী? উ: শীতলা
৮১. শীতলা পুরাণে গৃহীত হয়ে কোন দেবীতে পরিণত হয়েছেন? উ: পৌরাণিক দেবী
৮২. শীতলা পূজা করা হয় কোন রোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য? উ: বসন্ত ও চর্মরোগ থেকে
৮৩. সাধারণত কখন দেবী শীতলার পূজা করা হয়? উ: শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. কোন্ দেবতাকে ষড়ানন বলা হয়?
ক গণেশ খ অর্জুন
গ গ কার্তিক ঘ শিব

২. কোন তিথিতে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়?
ক পঞ্চমী খ ষষ্ঠী
গ গ সপ্তমী ঘ অষ্টমী

৩. দুর্গা স্নানের জন্য প্রয়োজন হয় কোন মিলিত স্থানের মাটি?
i. তিন রাস্তা
ii. দুই রাস্তা
iii. চার রাস্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শুক্লা এ বছর বৃক্ষমেলা থেকে একটি বেল গাছের চারা ক্রয় করে বাড়ির আঙিনায় রোপণ করে। প্রতিদিন সে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গাছটি বড় করে তোলে।

৪. শুক্লার ক্রয়কৃত গাছটি কোন দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?
খ ক কার্তিক খ শিব গ বিশ্বকর্মা ঘ গণেশ

৫. শুক্লার বৃক্ষ পরিচর্যার মধ্য দিয়ে মূলত প্রকাশ পেয়েছে—
i. ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা
ii. বৃক্ষপ্রীতি
iii. সৌন্দর্য বর্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

পূজা ও পুরোহিত

▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৬২

৬. পূজা বলতে বোঝায়— [য. বো. '২৪]
ক ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভ খ নিজের অমরত্ব লাভ
গ ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া ঘ নিজের জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি করা
উত্তর: ক

৭. 'পূজা' শব্দের অর্থ কী? [য. বো. '২৩; দি. বো. '২৪]
ক প্রশংসা করা খ ত্যাগ করা
গ গ্রহণ করা ঘ অর্পণ করা
উত্তর: ঘ

৮. পুরোহিত বলতে বোঝায়— [রা. বো. '২৩]
ক যিনি মাঝখানে থাকেন খ যিনি পিছনে থাকেন
গ যিনি পাশে থাকেন ঘ যিনি সবার আগে থাকেন
উত্তর: ঘ

৯. 'পূজা' শব্দের অর্থ কী? [কু. বো. '২৩]
ক ভালোবাসা খ শ্রদ্ধা
গ বিনয় ঘ আন্তরিকতা
উত্তর: খ

১০. প্রকৃত পক্ষে কিসের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়? [দি. বো. '২৩]
ক মহালয়ার মাধ্যমে খ নবপত্রিকার পূজার মাধ্যমে
গ কুমারী পূজার মাধ্যমে ঘ সর্বজনীন পূজার মাধ্যমে
উত্তর: ঘ

১১. পুরোহিত বলতে বোঝায়— [সকল বোর্ড '১৭]
ক যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয়
খ পূজা-অর্চনা কার্যাদি সম্পাদনকারী
গ শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক
ঘ আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী
উত্তর: খ

১২. পুরস্ শব্দের অর্থ কী? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; শহিদ মিরন একাডেমি ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া; গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, খুলনা]
ক মঙ্গল খ ব্রাহ্মণ
গ পাঠান ঘ সম্মুখে
উত্তর: ঘ

১৩. 'হিত' শব্দের অর্থ কী? [বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
ক থাকা খ বসা
গ অবস্থান ঘ আবাসন
উত্তর: গ

১৪. পূজা কেন করা হয়? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
ক অমর হওয়ার জন্য খ লোকালয়ের হিতের জন্য
গ জ্ঞান চর্চার জন্য ঘ ঈশ্বরকে দর্শন করার জন্য
উত্তর: ঘ

১৫. পৌরোহিত্য করার জন্য কোনটি প্রয়োজন? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
ক শাস্ত্রজ্ঞান খ কৃষিজ্ঞান
গ শিল্পজ্ঞান ঘ ব্যবহারিক জ্ঞান
উত্তর: ক

১৬. অগ্নিকে কী বলা হয়েছে? [নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ব্রাহ্মণ খ বৈষ্ণব
গ পুরোহিত ঘ ঋষি
উত্তর: গ

১৭. একজন পুরোহিতের কতগুলো গুণ থাকা উচিত? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক ৮ খ ৯
গ ১১ ঘ ১২
উত্তর: গ

১৮. পুরোহিত যে দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত—
ক পুরস ও হিত খ পুর ও ইজাত
গ পুরো ও হিত ঘ পুরস ও-যুত
উত্তর: ক

১৯. পূজায় যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন তাঁর নাম কী?
ক পূজাহিত খ পুরোহিত
গ যজমান ঘ সবকটি
উত্তর: খ

২০. কে পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে অবস্থান করেন?
ক যজমান খ সধবা
গ পুরোহিত ঘ দর্শক
উত্তর: গ

২১. যজমান বলতে যা বোঝানো হয়—
ক যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয়
খ পূজাস্থলে উপস্থিত সধবা নারী
গ পূজার যারা দর্শক
ঘ সবকটি
উত্তর: ক

২২. যজমান কাকে পূজা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করে আনেন?
ক একজন সধবাকে
খ একজন ব্রাহ্মণকে
গ একজন দর্শককে
ঘ পুরোহিতকে
উত্তর: ঘ

২৩. ব্রাহ্মণ বলতে বোঝায়—
ক পূজা সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণাকারী
খ ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণাকারী
গ স্মৃতিশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণাকারী
ঘ দেবতা সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণাকারী
উত্তর: খ

২৪. কে সমাজে ও সাধারণ মানুষের কাছে একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি?
ক উচ্চ শিক্ষিত খ শিক্ষক
গ ধনবান ঘ পুরোহিত
উত্তর: ঘ

২৫. দেব-দেবীর পূজার উদ্দেশ্য— [ঢা. বো. '২৩]
i. আত্মসমর্পণ করা
ii. আত্ম-সংযমী হওয়া
iii. ঈশ্বরকে কাছে পাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

২৬. ব্রাহ্মণ বলতে বোঝায় যাদের— [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i. ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে
ii. ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়েছে
iii. ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শিতা আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: খ

২৭. একজন হিন্দু পুরোহিতের যে জ্ঞান দরকার— [বগুড়া গভ. গার্লস হাই স্কুল]
i. সংস্কৃত ভাষা লেখা ও পড়ার মতো দক্ষতা
ii. ধর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান
iii. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

২৮. পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে—
i. ঈশ্বর বা দেব-দেবীর কাছে মাথানত করা
ii. ঈশ্বর বা দেব-দেবীর সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস
iii. দেবত্ব অর্জনের পথ তৈরি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i, ii ও iii গ i ও iii ঘ ii ও iii
উত্তর: ক

২৯. পুরোহিতকে যে গুণের অধিকারী হতে হয়—
i. হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা
ii. শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণের দক্ষতা অর্জন
iii. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩০ ও ৩১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অরুনা দেবী তার পূজার মন্দিরে দেবী প্রতিমার সামনে বসে ফুল, দুর্বা, তুলসিপাতা, ধূপ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে সাজায় এবং বিনয়ের সাথে মন্ত্র পাঠ করে। [নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]

৩০. অরুনার কাজের মাধ্যমে কোন আচরণটি প্রকাশ পায়?
ক আরাধনা খ যোগসাধনা
গ ধ্যান ঘ পূজা
উত্তর: ঘ

৩১. উক্ত কর্মের মাধ্যমে আমরা লাভ করি-
i. দেবতার সন্তুষ্টি
ii. ঈশ্বরের সান্নিধ্য
iii. দৈহিক প্রশান্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii খ i ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: গ

দেব-দেবীর ধারণা
▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৬৩

৩২. বৈদিক পূজা পদ্ধতি কেমন ছিল? [য. বো. '২৪]
ক) হোমভিত্তিক খ) মানভিত্তিক
গ) পূজাভিত্তিক ঘ) যোগভিত্তিক
উত্তর: ক

৩৩. মনসাদেবীকে কোন দেবতা বলা হয়? [য. বো. '২৪]
ক) বৈদিক খ) পৌরাণিক
গ) লৌকিক ঘ) যৌগিক
উত্তর: গ

৩৪. পৌরাণিক দেবতা কে? [রা. বো. '২৩]
ক) অগ্নি খ) ইন্দ্র
গ) বিষ্ণু ঘ) মনসা
উত্তর: গ

৩৫. দেবতারা কার গুণ ও শক্তির প্রকাশ? [দি. বো. '২৩]
ক) ঈশ্বর খ) ব্রহ্মা
গ) বিষ্ণু ঘ) শিব
উত্তর: ক

৩৬. লৌকিক দেবী কে? [ব. বো. '২৩]
ক) সরস্বতী খ) শীতলা
গ) অদিতি ঘ) উষা
উত্তর: খ

৩৭. লৌকিক দেবতা কোন জন? [সি. বো. '২৩]
ক) মনসা খ) দুর্গা
গ) সরস্বতী ঘ) কালী
উত্তর: ক

৩৮. ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তিকে কী বলে? [য. বো. '২৩]
ক) অবতার খ) দেবতা
গ) একেশ্বরবাদ ঘ) অবতার বাদ
উত্তর: খ

৩৯. 'দেব' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক) বিদ্ + অন্ খ) দিব্ + অচ্
গ) দিব্ + অন্ ঘ) দেব্ + অচ্
উত্তর: খ

৪০. দেবদেবী কার শক্তি বা গুণের প্রকাশ? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
ক) শিবের খ) বিষ্ণুর
গ) ঈশ্বরের ঘ) ব্রহ্মার
উত্তর: গ

৪১. পৌরাণিক দেবতা কে? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক) শীতলা খ) মনসা
গ) দুর্গা ঘ) রাত্রি
উত্তর: গ

৪২. পুরাণে কোন দেবতাকে শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারীরূপে দেখা যায়? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক) বিষ্ণু খ) শিব
গ) ব্রহ্ম ঘ) ইন্দ্র
উত্তর: ক

৪৩. বৈদিক দেবতাদের মধ্যে অন্যতম– [বগুড়া গভ. গার্লস হাই স্কুল]
ক) শিব খ) ইন্দ্র
গ) ব্রহ্মা ঘ) মনসা
উত্তর: খ

৪৪. 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' কোন গ্রন্থের শ্লোক? [বগুড়া গভ. গার্লস হাই স্কুল]
ক) ঋগ্বেদ খ) সংহিতা
গ) ব্রাহ্মণ ঘ) আরণ্যক
উত্তর: ক

৪৫. নিচের কোন 'দু' জন বৈদিক দেবতা? [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক) ইন্দ্র, মিত্র খ) দুর্গা, শিব
গ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ঘ) মনসা, শীতলা
উত্তর: ক

৪৬. দেবকুলের রাজা কে? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ক) বিষ্ণু খ) ইন্দ্র
গ) রাম ঘ) শিব
উত্তর: খ

৪৭. কে সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী?
ক) দেব খ) দেবী
গ) ঈশ্বর ঘ) পুরোহিত
উত্তর: গ

৪৮. দেব-দেবী বলতে যা বোঝায়–
ক) ঈশ্বরের গুণ বা ক্ষমতার সাকার রূপ
খ) দৈবজ্ঞানে জ্ঞানান্বিত ব্যক্তি
গ) দিব্যজ্ঞানের অধিকারী
ঘ) শাস্ত্রীয় মহাপণ্ডিত
উত্তর: ক

৪৯. হিন্দুধর্মগ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে দেবতাদেরকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) ২ ভাগে খ) ৩ ভাগে
গ) ৪ ভাগে ঘ) ৫ ভাগে
উত্তর: খ

৫০. বেদে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে তাদেরকে বলা হয়–
ক) বৈদিক দেবতা খ) ইন্দ্রানিক দেবতা
গ) পৌরাণিক দেবতা ঘ) লৌকিক দেবতা
উত্তর: ক

৫১. বেদে যাঁকে যজ্ঞের পুরোহিত, দীপ্তিময়, দেবগণের আহ্বানকারী ও ঋত্বিক বলা হয়েছে–
ক) অগ্নি খ) বায়ু
গ) রুদ্র ঘ) রাত্রি
উত্তর: ক

৫২. পৌরাণিক দেবতা বলতে যা বোঝায়–
ক) পুরাণে বর্ণিত দেবতা
খ) গীতায় বর্ণিত দেবতা
গ) বেদে বর্ণিত দেবতা
ঘ) উপনিষদে বর্ণিত দেবতা
উত্তর: ক

৫৩. বেদে ও পুরাণে যে সকল দেবতার কথা বলা হয় নি; কিন্তু ভক্তরা পূজা করেন–
ক) মন্ত্রময় দেবতা খ) স্বর্গীয় দেবতা
গ) অলৌকিক দেবতা ঘ) লৌকিক দেবতা
উত্তর: ঘ

৫৪. পারিবারিক সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পূজা করা হয় তাকে বলে–
ক) ব্যক্তিগত পূজা খ) যৌথপূজা
গ) পারিবারিক পূজা ঘ) সার্বজনীন পূজা
উত্তর: গ

৫৫. সার্বজনীন পূজা বলতে যা বোঝায়–
ক) সমাজের সকলের অংশগ্রহণে যে পূজা
খ) দর্শকদের অংশগ্রহণে যে পূজা
গ) পরিবারের সকলে মিলে যে পূজা
ঘ) সবকটি
উত্তর: ক

৫৬. সার্বজনীন পূজার মাধ্যমে কোনটি সৃষ্টি হয়?
ক) ভ্রাতৃত্ব খ) ঐক্যচেতনা
গ) আন্তরিকতা ঘ) উৎসব
উত্তর: ক

৫৭. পৌরাণিক দেবতা হলেন– [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. ব্রহ্মা
ii. বিষ্ণু
iii. শীতলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: ক

৫৮. বৈদিক দেবতাদের অন্যতম হলেন–
i. অগ্নি ও ইন্দ্র
ii. রুদ্র ও বরুণ
iii. বায়ু ও সোম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

৫৯. বৈদিক দেবী হিসেবে যার নাম উল্লেখ করা যায়–
i. সরস্বতী ও উষা
ii. অদিতি ও রাত্রি
iii. দিবা ও দিবাশী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: ক

৬০. বৈদিক যুগে যজ্ঞের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে যা অর্পণ করা হতো–
i. ঘৃত
ii. পিঠা
iii. পায়েস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

৬১. যিনি লৌকিক দেবতার অন্তর্ভুক্ত–
i. বরুণ
ii. মনসা
iii. শীতলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর: গ

দেবী দুর্গা : দেবী দুর্গার পরিচয় ও রূপ ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৬৫

৬২. 'পূর্ণচাপ' শব্দের অর্থ কী? [দি. বো. '২৪]
(ক) ঢাল (খ) ঘণ্টা
গ (গ) ধনুক (ঘ) কুঠার

৬৩. দেবী দুর্গাকে কেন শিবা বলা হয়? [য. বো. '২৩]
(ক) তিনি সকলের প্রার্থনা পূরণ করেন
(খ) তিনি গৌরী
(গ) তিনি শিবের শক্তি
ঘ (ঘ) তিনি অসাধ্য সাধন করেন

৬৪. কোন দেবীকে ত্রিনয়না বলা হয়েছে? [দি. বো. '২৩]
(ক) সরস্বতী (খ) লক্ষ্মী
ঘ (গ) শীতলা (ঘ) দুর্গা

৬৫. দেবী দুর্গার বাম চোখ কী নির্দেশ করে? [দি. বো. '২৩]
(ক) চন্দ্র (খ) সূর্য
ক (গ) নক্ষত্র (ঘ) অগ্নি

৬৬. দেবী দুর্গার ডান চোখটি হলো– [সকল বোর্ড '১৬]
(ক) চন্দ্র (খ) অগ্নি
গ (গ) সূর্য (ঘ) বায়ু

৬৭. দেবী দুর্গা যে নামের অসুরকে বধ করেন তার নাম কী?
[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
(ক) শরগম (খ) নির্গম
ঘ (গ) আর্গম (ঘ) দুর্গম

৬৮. দেবী দুর্গার সকল অস্ত্র কিসের প্রতীক? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
(ক) শান্তি ও পুণ্যের (খ) অন্যায় ও শোষণের
ক (গ) রাগ ও অনুরাগের (ঘ) শক্তির

৬৯. হিমালয় দেবী দুর্গাকে কী দিলেন?
[ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
(ক) সিংহ (খ) ময়ূর
ক (গ) অশ্ব (ঘ) হস্তি

৭০. সিংহ কিসের প্রতীক? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর; ব্লু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
(ক) জ্ঞানের (খ) দক্ষতার
গ (গ) শক্তির (ঘ) সাহসের

৭১. দেবী দুর্গা যাঁর শক্তির প্রতীক–
(ক) ভগবান বিষ্ণু (খ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
গ (গ) ঈশ্বর (ঘ) সবকটি

৭২. দুর্গ শব্দের সঙ্গে কোন প্রত্যয়টি যুক্ত হয়ে দুর্গা শব্দটি গঠন করা হয়েছে?
(ক) আ (খ) অ
ক (গ) ঐ (ঘ) ঐ

৭৩. দুর্গা শব্দের অর্থ কোনটি?
(ক) দুর্বারগতিনী (খ) দুর্গতিনাশিনী
খ (গ) অবরোধবাসিনী (ঘ) সিন্ধুবাসিনী

৭৪. এ মহাবিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বিনাশকারী দেবী কে?
(ক) লক্ষ্মী (খ) কালী
ঘ (গ) সরস্বতী (ঘ) দুর্গা

৭৫. মহিষাসুর কার কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিয়েছিল?
(ক) ইন্দ্র (খ) অর্জুন
ক (গ) রাবণ (ঘ) বিষ্ণু

৭৬. দেবী দুর্গাকে মহিষমর্দিনী বলা হয় কেন?
(ক) মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলে
(খ) মহিষাসুরের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন বলে
(গ) মহিষাসুরের হাত-পা ভেঙে দিয়েছিলেন বলে
ক (ঘ) মহিষাসুরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন বলে

৭৭. দেবী দুর্গাকে দশভুজা বলা হয় কেন?
(ক) স্বর্গকে দশটি চক্কর দিয়েছিলেন বলে
(খ) দশ সংখ্যাটি তাঁর প্রিয় বলে
(গ) তাঁর দশটি হাত আছে বলে
গ (ঘ) প্রতিটি কর্ম দশ দিনে সম্পন্ন করে বলে

৭৮. দেবী দুর্গার চোখ কয়টি?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
খ (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৭৯. দেবী দুর্গাকে ত্রিনয়না বলা হয় কেন?
(ক) তাঁর চোখ সুন্দর বলে
(খ) তাঁর দৃষ্টি প্রকট বলে
(গ) তাঁর তিনটি চোখ বলে
গ (ঘ) মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলে

৮০. দেবী দুর্গার কেন্দ্রীয় বা কপালের উপরের চোখ যা নির্দেশ করে–
(ক) আলো (খ) প্রদীপ
ঘ (গ) প্রজ্ঞা (ঘ) জ্ঞান বা অগ্নি

৮১. দেবী দুর্গার দশ হাতে কয়টি অস্ত্র রয়েছে?
(ক) ৫টি (খ) ৭টি
গ (গ) ১০টি (ঘ) ১৪টি

৮২. দেবী দুর্গার বাহন কোনটি?
(ক) পেঁচা (খ) ইঁদুর
গ (গ) সিংহ (ঘ) মহিষ

৮৩. দেবী দুর্গার বামপাশের হাতের অস্ত্রগুলো– [য. বো. '২৩]
i. খেটক, পূর্ণচাপ
ii. পাশ, অঙ্কুশ
iii. বাণ, খড়্গ
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৪. দেবী দুর্গা আরও যে নামে পূজিতা হন–
i. জগদ্ধাত্রী
ii. চণ্ডী
iii. নারায়ণী
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

দুর্গাপূজা পদ্ধতি ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৬৭

৮৫. কোন পূজায় চণ্ডী পাঠ করা হয়? [য. বো. '২৪]
(ক) লক্ষ্মী (খ) মনসা
ঘ (গ) শীতলা (ঘ) দুর্গা

৮৬. শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়– [কু. বো. '২৩]
(ক) আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে (খ) শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে
ঘ (গ) ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে (ঘ) আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে

৮৭. দুর্গাপূজায় কোন ফুলের রেণুর জলের প্রয়োজন হয়?
[নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা; জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
(ক) গোলাপ (খ) শাপলা
গ (গ) পদ্ম (ঘ) জবা

৮৮. অধিবাস বলতে বোঝায়– [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
(ক) ঘুম ভাঙানো
(খ) দেবীকে মিনতিপূর্ণভাবে পূজা অনুষ্ঠানে আহ্বান করা
(গ) নিজেকে উৎসর্গ করার সংকল্প করা
খ (ঘ) নয়টি শক্তিকে উৎসর্গ করে পূজা দেওয়া

৮৯. হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব কোনটি?
(ক) দুর্গাপূজা (খ) কালীপূজা
ক (গ) দোলযাত্রা (ঘ) রথযাত্রা

৯০. বছরে কতবার দুর্গোৎসবের প্রথা রয়েছে?
(ক) একবার (খ) দুইবার
খ (গ) তিনবার (ঘ) চারবার

৯১. দুর্গা ষষ্ঠী বোধন কোনদিনের অনুষ্ঠান?
(ক) প্রথম দিন (খ) দ্বিতীয় দিন
ক (গ) তৃতীয় দিন (ঘ) প্রতিদিন

৯২. শারদীয় পূজার চতুর্থ দিনে যা অনুষ্ঠিত হয়–
(ক) নবমীবিহিত পূজা (খ) আমন্ত্রণ ও অধিবাস
ক (গ) কুমারী পূজা (ঘ) দশমী পূজা

৯৩. দুর্গাদেবীর স্নানের উপকরণ নয় কোনটি?
ক কর্পূর মিশ্রিত জল খ চন্দন
গ বরাহদন্ত মৃত্তিকা ঘ ডাবের জল

৯৪. শারদীয় দুর্গোৎসবের তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানটি হলো–
i. মহাষ্টমী পূজা
ii. কুমারী পূজা
iii. সন্ধি পূজা
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৫. শারদীয় পূজার পঞ্চম দিনে যা অনুষ্ঠিত হয়–
i. দশমী পূজা
ii. বিসর্জন
iii. বিজয়া দশমী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৬ ও ৯৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রমিলা শক্তির প্রতীক হিসেবে দেবীর পূজা করেন। এতে তার সংসার থেকে সকল অকল্যাণ দূর হয় এবং সংসারে শান্তি ফিরে আসে।
[পাবনা জেলা স্কুল]

৯৬. প্রমিলা কোন দেবীর পূজা করেন?
ক মনসা খ দুর্গা
গ কালী ঘ শীতলা

৯৭. প্রমিলার উক্ত পূজার মাধ্যমে–
i. আসুরিক শক্তি দূর হবে
ii. সকল অকল্যাণ দূর হবে
iii. সমাজের অশান্তি দূর হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

দুর্গাপূজা পদ্ধতি : ষষ্ঠী ও সপ্তমী পূজা ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৬৭

৯৮. আমরা কোন পূজার মাধ্যমে জীবনদায়ী বৃক্ষের পূজা করি? [সি. বো. '২৪]
ক কুমারী পূজা খ সন্ধি পূজা
গ নবপত্রিকা পূজা ঘ নবমী বিহিত পূজা

৯৯. নবপত্রিকা মূলত কয়টি গাছের সমাহার? [রা. বো. '২০]
ক সাতটি খ আটটি
গ নয়টি ঘ দশটি

১০০. 'নবপত্রিকা' বলতে কী বোঝায়? [চ. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৫]
ক নয় ধরনের গাছ ও লতার সমাহার
খ নয় ধরনের মূল ও পাতার সমাহার
গ নয় ধরনের কাগজের সমাহার
ঘ নতুন নতুন পোশাক-পরিচ্ছদের সমাহার

১০১. নবপত্রিক কী? [ব. বো. '২৩]
ক ফুলের সমাহার খ ফলের সমাহার
গ পাতার সমাহার ঘ গাছের সমাহার

১০২. নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠায় হলুদ গাছ কোন দেবীকে নির্দেশ করে? [দৌলতিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক দেবী দুর্গা খ দেবী লক্ষ্মী
গ দেবী সরস্বতী ঘ দেবী কালী

১০৩. শারদীয় পূজায় বোধন করা হয় কখন?
ক সকালে খ বিকালে
গ সন্ধ্যা বা গোধূলিতে ঘ গভীর রাতে

১০৪. বোধন কথার অর্থ কী?
ক কান্না খ দুঃখ প্রকাশ
গ ঘুম ভাঙানো ঘ আনন্দ

১০৫. নিচের কোনটি বোধন পূজার পরে অনুষ্ঠিত হয়?
ক অধিবাস খ সংকল্প
গ আমন্ত্রণ ঘ কুমারী পূজা

১০৬. নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠায় ধান গাছ যে দেবীর নির্দেশক–
ক দুর্গা খ সরস্বতী
গ লক্ষ্মী ঘ কালী

১০৭. দেবী দুর্গার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য–
i. মঙ্গলময়ী
ii. শরণযোগ্যা
iii. গৌরী
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১০৮ ও ১০৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
স্মৃতি দেবী একজন বৃক্ষপ্রেমিক। তিনি বাড়ির চারপাশে নানা রকম বৃক্ষ রোপণ করেন। একদিন তিনি নার্সারি থেকে একটি বেলের চারা এনে রোপণ করেন। তিনি নিয়মিত গাছগুলোর পরিচর্যাও করেন। [সকল বোর্ড '১৮]

১০৮. স্মৃতি দেবীর ক্রয়কৃত গাছটি কোন দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?
ক গণেশ খ কার্তিক
গ বিষ্ণু ঘ শিব

১০৯. স্মৃতি দেবীর বৃক্ষ পরিচর্যার মধ্য দিয়ে মূলত প্রকাশ পেয়েছে–
i. ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা
ii. বৃক্ষপ্রীতি
iii. সৌন্দর্য বর্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

মহা অষ্টমী পূজা ও কুমারী পূজা ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৬৮

১১০. সন্ধিপূজা কোন দিন হয়? [ঘ. বো. '২৪]
ক ষষ্ঠী খ সপ্তমী
গ অষ্টমী ঘ নবমী

১১১. নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কী পূজা করা হয়? [ঘ. বো. '২৪]
ক দুর্গা খ কুমারী
গ বরদাত্রী ঘ লক্ষ্মী

১১২. বিজয়াদশমী কী শিক্ষা দেয়? [কু. বো. '২৪]
ক অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা
খ বিদ্যা অর্জন করা
গ সন্তান প্রাপ্তির আশির্বাদ লাভ করা
ঘ মঙ্গল বার্তা ছড়িয়ে দেয়

১১৩. কোন তিথিতে সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়? [ঢা. বো. '২৩; য. বো. '২৩; চ. বো. '২৪, '২৩]
ক অষ্টম-নবমী খ নবমী-দশমী
গ দশমী-একাদশী ঘ একাদশী-দ্বাদশী

১১৪. কুমারী পূজা করা হয় কোন তিথিতে? [রা. বো. '২৩; সকল বোর্ড '২০]
ক সপ্তমী খ অষ্টমী
গ নবমী ঘ দশমী

১১৫. তৃপা দেবী এক বিশেষ পূজার শেষে প্রতিবেশীদের সাথে মিষ্টি মুখ করে পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন। তৃপা দেবীর পালনকৃত অনুষ্ঠানটির মধ্যে কিসের প্রকাশ ঘটে? [ব. বো. '২৩]
ক সপ্তমী পূজা খ অষ্টমী পূজা
গ নবমী পূজা ঘ দশমী পূজা

১১৬. দেবী দুর্গার বোধন কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়? [সকল বোর্ড '১৭]
ক সকালে খ সন্ধ্যাকালে
গ গভীর রাতে ঘ উষাকালে

১১৭. অষ্টমী তিথির পূজায় কয়টি গাছে বিভিন্ন রঙের পতাকা স্থাপন করা হয়? [আলাদাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
ক ৬টি খ ৭টি
গ ৮টি ঘ ৯টি

১১৮. পঞ্চকোষী কী? [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক ৫টি ফল খ ৫টি ফুল
গ ৫টি রত্ন ঘ ৫টি গাছের ছালের গুঁড়া

১১৯. সন্ধি পূজায় কয়টি মাটির প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়? [আমেনা-বাকী রেসিডেনশিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, দিনাজপুর]
ক ৯৮ টি খ ১০৮টি
গ ১০৭ টি ঘ ১০৯ টি

১২০. শারদীয় দুর্গোৎসবে অষ্টমী পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূজা কেন?
(ক) এদিনে দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করে বিজয় লাভ করেছিলেন বলে
(খ) এদিনে দুর্গা সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করেন বলে
(গ) এদিনে দুর্গা অধিক সচেতন থাকেন বলে
[ক] (ঘ) এদিনে দুর্গা প্রসাদ গ্রহণ করেন বলে

১২১. 'হিন্দুদের দেব-দেবী' গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
(খ) তাপস শীলচন্দ্র
(গ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
[ক] (ঘ) রজনীকান্ত

১২২. কুমারী পূজার জন্য এক বছর থেকে কত বছরের বালিকাদের মনোনীত করা হয়?
(ক) ১২ বছর (খ) ১৪ বছর
[ঘ] (গ) ১৫ বছর (ঘ) ১৬ বছর

১২৩. কুমারী পূজা কার পূজা হিসেবে বিবেচিত?
(ক) দেবী লক্ষ্মী (খ) দেবী কালী
[ঘ] (গ) দেবী সরস্বতী (ঘ) দেবী দুর্গা

১২৪. সন্ধি পূজায় কয়টি নীল পদ্মফুল দিয়ে দেবী দুর্গার পূজা করা হয়?
(ক) ১০৮টি (খ) ১০৯টি
[ক] (গ) ১১০টি (ঘ) ১১১টি

১২৫. যেদিনে দেবী দুর্গাকে বিসর্জন দিতে হয়–
(ক) অষ্টমীর দিনে (খ) নবমীর দিনে
[গ] (গ) দশমীর দিনে (ঘ) একাদশীর দিনে

১২৬. দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়–
(ক) বিজয়া নবমী (খ) বিজয়া দশমী
[খ] (গ) বিজয়া একাদশী (ঘ) বিজয়া দ্বাদশী

১২৭. অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন কোনটি?
(ক) অষ্টমীর দিন (খ) নবমীর দিন
[গ] (গ) দশমীর দিন (ঘ) একাদশীর দিন

১২৮. আমরা যার কাছ থেকে অন্যায় ও অত্যাচার দমন করার প্রেরণা পাই–
(ক) সরস্বতী (খ) কালী
[গ] (গ) দুর্গা (ঘ) লক্ষ্মী

১২৯. মানুষ একাগ্রচিত্তে দেব-দেবীর আরাধনা করে– [শহীদ শাহরাওয়ার্দী হাই স্কুল, ঢাকা]
i. ঈশ্বরের নৈকট্য অর্জনের জন্য
ii. দেবদেবীর শক্তি লাভ করে
iii. ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
[খ] (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩০. বিজয়া দশমীর প্রভাব হচ্ছে–
i. পারিবারিক সংহতি বৃদ্ধি পাওয়া
ii. মায়ের ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হওয়া
iii. সামাজিক সংহতি ও সৌহার্দবোধের জন্ম দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
[ঘ] (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩১. দেবী দুর্গা যা প্রতিষ্ঠা করেন–
i. সত্য
ii. শান্তি
iii. কল্যাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
[ঘ] (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৩২ ও ১৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পাঁচদিন ব্যাপি একজন দেবীর পূজা শেষে সকল সনাতনী ভক্তবৃন্দ আজ একত্রিত হয়েছে। মহিলারা শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি করে দেবীর কপালে সিঁদুর পরিয়ে বিদায় জানাচ্ছে। [ঢা. বো. '২৪]

১৩২. উদ্দীপকে কোন দিনের পূজার কথা বলা হয়েছে?
(ক) অষ্টমী (খ) নবমী
[গ] (গ) দশমী (ঘ) কুমারী

১৩৩. উক্ত পূজার তাৎপর্য হলো–
i. বিজয় উৎসব পালন
ii. অশুভ শক্তি দূর করা
iii. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
[ঘ] (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩৪ ও ১৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাখীর বয়স সাত, তাই তাকে পূজার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। সে জানে না কীভাবে এ পূজা করা হয়। তাই সে ভয় পাচ্ছে। মায়ের অনুপ্রেরণায় সে এ পূজায় অংশগ্রহণ করে।

১৩৪. দুর্গাপূজার কোন তিথিতে রাখীকে পূজার জন্য মনোনীত করা হয়?
(ক) অষ্টমী তিথিতে (খ) দশমী তিথিতে
[ক] (গ) সপ্তমী তিথিতে (ঘ) নবমী তিথিতে

১৩৫. রাখীর অংশগ্রহণকৃত পূজার তাৎপর্য–
i. নারীর প্রতি অবহেলা
ii. নারীর প্রতি শ্রদ্ধা
iii. নারীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
[গ] (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

দেবী কালী - কালী দেবীর পরিচয়

▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৭০

১৩৬. কোন দেবীর মধ্যে কোমল ও কঠোর রূপ পরিলক্ষিত হয়? [ঢা. বো. '২৪]
(ক) শীতলা (খ) দুর্গা
[ঘ] (গ) মনসা (ঘ) কালী

১৩৭. অসুর বিনাশে ভয়ঙ্করী কে? [রা. বো. '২৪; য. বো. '২৪]
(ক) দেবী শীতলা (খ) দেবী লক্ষ্মী
[গ] (গ) দেবী কালী (ঘ) দেবী মনসা

১৩৮. ভক্তের কাছে দেবী কালী কেমন? [কু. বো. '২৪]
(ক) রাগী (খ) ভয়ঙ্করী
[ঘ] (গ) উদার (ঘ) স্নেহময়ী জননী

১৩৯. কোন দেবীর অপর নাম চামুণ্ডা? [চ. বো. '২৪]
(ক) দুর্গা (খ) কালী
[খ] (গ) শীতলা (ঘ) লক্ষ্মী

১৪০. কালীর দুইটি রূপ হলো— [য. বো. '২৩]
(ক) রক্ষাকালী ও শ্যামাকালী (খ) ভদ্রকালী ও মা তারা
[গ] (গ) অম্বিকা ও কালিকা (ঘ) মহাকালী ও দক্ষিণাকালী

১৪১. মহামারীর সময় কোন পূজা করা হয়? [দি. বো. '২৪]
(ক) দুর্গা (খ) কালী
[ঘ] (গ) লক্ষ্মী (ঘ) শীতলা

১৪২. কালীপূজা হয় কোন তিথিতে? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
(ক) অমাবস্যায় (খ) ষষ্ঠীতে
[ক] (গ) দশমীতে (ঘ) একাদশীতে

১৪৩. দেবী অম্বিকার অপর রূপ কী? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ব্লু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
(ক) সরস্বতী (খ) লক্ষ্মী
[গ] (গ) দুর্গা (ঘ) কালী

১৪৪. কর্তৃকা শব্দের অর্থ কী?
[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
(ক) কর্তৃত্ব (খ) খড়গ
[গ] (গ) কাটারি (ঘ) চাপাতি

১৪৫. দেবী কালীও কার মতো শক্তির দেবী?
(ক) শিব (খ) লক্ষ্মী
[গ] (গ) দুর্গা (ঘ) সরস্বতী

১৪৬. কালীকে শ্মশান কালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় কেন?
(ক) কাল ও মৃত্যুর দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করায়
(খ) শ্মশান ঘাটে আবির্ভূত হন বলে
(গ) শ্মশান ঘাট তাঁর প্রিয় বলে
[ক] (ঘ) শ্মশানেই তিনি যাতায়াত করেন বলে

১৪৭. কে শিবের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন?
(ক) সরস্বতী (খ) লক্ষ্মী
[গ] (গ) কালী (ঘ) শীতলা

১৪৮. দেবী অম্বিকার অপর রূপ কোনটি?
ক কালী খ সরস্বতী
গ লক্ষ্মী ঘ দুর্গা

১৪৯. কালীর আরেক নাম চামুন্ডা হয় কেন?
ক চামুন্ডা নামক স্থানে আবির্ভূত হন বলে
খ চন্ড ও মুন্ডকে বধ করেন বলে
গ চন্ড ও মুন্ডকে আশীর্বাদ করেন বলে
ঘ চামুন্ডা এক প্রকার সুগন্ধী ফুল বলে

১৫০. দেয়ালী বলতে যা বোঝায়–
ক কালীপূজা উপলক্ষে দীপাবলির আয়োজন করা
খ মন্দিরের চারদিকে প্রাচীর তৈরি করা
গ অধিবাস ও নিমন্ত্রণ পর্বের সন্ধিক্ষণ
ঘ প্রবেশ ও স্থাপন

১৫১. দেবী কালীর কাছে আমরা কোনটি শিক্ষা পাই?
ক অন্যায়ের কাছে কঠোর হওয়ার
খ ন্যায় থেকে দূরে থাকার
গ অন্যায়কে মেনে নেওয়ার
ঘ অন্যায়ের সাথে বাড়াবাড়ি না করার

১৫২. কার কাছ থেকে আমরা সহজের কাছে কোমল হওয়ার শিক্ষা পাই?
ক দেবী লক্ষ্মী খ দেবী সরস্বতী
গ দেবী কালী ঘ দেবী মনসা

১৫৩. দেবী কালীর অন্য নামটি হলো–
i. ভদ্রকালী
ii. মা তারা
iii. শ্যামা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৪. যে মহামারীর সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়–
i. বসন্ত
ii. কলেরা
iii. ক্যান্সার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫৫. অন্যায়কারীর কাছে দেবী কালী হলেন–
i. বিনয়ী
ii. রাগী
iii. ভয়ঙ্করী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৬ ও ১৫৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দুলালের বাড়ির সামনে একটি মন্দির আছে। সেখানে দুর্গা পূজার পর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে আর একটি পূজা হয়। [সি. বো. '২৩]

১৫৬. দুলালের বাড়ির সামনে কোন মন্দির রয়েছে?
ক কৃষ্ণ মন্দির খ দুর্গা মন্দির
গ শিব মন্দির ঘ কালী মন্দির

১৫৭. কোন তিথিতে উক্ত পূজা করা হয়?
i. পূর্ণিমা তিথিতে
ii. অমাবস্যা তিথিতে
iii. চতুর্দশী তিথিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৮ ও ১৫৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিধানদের গ্রামের একটি পূজার দিন সায়াহ্নে প্রত্যেক বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে চারদিকে আলোকিত করা হয়। কিন্তু বিকাশদের গ্রামের পূজায় ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা যায়। পূজার একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি কলাগাছের সাথে অন্য আটটি গাছের চারা বেঁধে দেওয়া হয়। [সকল বোর্ড '১৯]

১৫৮. বিধানদের গ্রামে কোন পূজার আয়োজন করা হয়?
ক লক্ষ্মী খ সরস্বতী
গ কালী ঘ দুর্গা

১৫৯. বিকাশদের গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজার মাধ্যমে–
i. ঈশ্বরের পূজা করা হয়
ii. বৃক্ষসচেতন হওয়া যায়
iii. পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬০ ও ১৬১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অর্চনা দেবী বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ চতুর্দশীর তিথিতে বিশেষ দেবীর পূজা করেন। [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

১৬০. অর্চনা দেবীর মতো বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পেতে যে দেবীর পূজা করা যায়–
i. রক্ষা কালীর
ii. শ্যামা কালীর
iii. শীতলার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ iii ঘ i, ii ও iii

১৬১. অর্চনা দেবীর পূজিত বিশেষ দেবীর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পাই–
i. অন্যায়ের কাছে কঠোর হবার
ii. সহজের কাছে কোমল হবার
iii. অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

কার্তিক দেবের পরিচয়, পূজার ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৭২

১৬২. দেব সেনাপতি কে? [ঢা. বো. '২৪]
ক কার্তিক খ ইন্দ্র
গ বরুণ ঘ মহাদেব

১৬৩. কার্তিকের জন্ম হয়েছিল কেন? [চ. বো. '২৪; সি. বো. '২৩]
ক মহিষাসুরকে বধ করার জন্য
খ তাকাসুরকে বধ করার জন্য
গ শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরকে বধ করার জন্য
ঘ বানসুরকে বধ করার জন্য

১৬৪. কুমার গুহ কার অন্য নাম? [সি. বো. '২৪]
ক কার্তিক খ গণেশ
গ শ্রীকৃষ্ণ ঘ শিব

১৬৫. আদর্শ ও সুন্দর সন্তান কামনায় কোন দেবতার পূজা করা হয়? [সি. বো. '২৪]
ক গণেশ খ কার্তিক
গ শিব ঘ বিষ্ণু

১৬৬. সৌরভ খুব নম্র ও বিনয়ী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। সৌরভের মধ্যে কোন দেবতার গুণ প্রকাশ পায়? [ব. বো. '২৪]
ক ইন্দ্র খ বরুণ
গ কার্তিক ঘ গণেশ

১৬৭. কনিকা সন্তান লাভের আশায় বিশেষ এক দেবতার পূজা করে। পূজার ফলস্বরূপ সুন্দর সন্তান লাভ করে? কণিকা কোন বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করেছে? [সি. বো. '২৪]
ক ব্রহ্মার খ বিষ্ণুর
গ শিবের ঘ কার্তিকের

১৬৮. শিখা দেবী পুত্র সন্তান কামনায় একটি দেবতার পূজা করেন। শিখা দেবী কোন দেবতার পূজা করেন? [ঢা. বো. '২৩]
ক বিষ্ণু খ শিব
গ কার্তিক ঘ গণেশ

১৬৯. কার্তিক দেবের বাহন কোনটি? [রা. বো. '২৩; য. বো. '২৩]
ক ময়ূর খ গর্দভ
গ পেঁচা ঘ সিংহ

১৭০. 'কথায় বলে কার্তিকের মতো চেহারা'–এটি বলার যৌক্তিক কারণ কী? [সকল বোর্ড '১৫]
ক তিনি অসীম শক্তির অধিকারী
খ তাঁর দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর
গ তিনি দেবতাদের সেনাপতি ও রক্ষাকর্তা
ঘ তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার

১৭১. কার্তিকের মুখ কয়টি? [বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
(ক) ১টি (খ) ৪টি
গ (গ) ৬টি (ঘ) ১০টি

১৭২. নম্র ও বিনয়ী দেবতা কে? [কুমিল্লা জিলা স্কুল]
(ক) বিষ্ণু (খ) শিব
ঘ (গ) গণেশ (ঘ) কার্তিক

১৭৩. দেবকী কোন দেবতার ব্রত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন? [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
(ক) বিষ্ণু (খ) ব্রহ্মা
গ (গ) কার্তিক (ঘ) শিব

১৭৪. কার্তিককে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা— এটির কারণ কী? [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
(ক) কার্তিক নম্র ও বিনয়ী বলে
(খ) তাঁর দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর বলে
(গ) তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা বলে
ঘ (ঘ) তিনি স্বর্গেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে

১৭৫. কার্তিক হলেন একজন—
(ক) বৈদিক দেবতা (খ) পৌরাণিক দেবতা
খ (গ) লৌকিক দেবতা (ঘ) সৃষ্টির দেবতা

১৭৬. কার আধিপত্য থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করার জন্য স্বর্গের দেবতারা কার্তিককে সেনাপতিরূপে বরণ করেছেন?
(ক) তারকাসুর (খ) মহিষাসুর
ক (গ) চন্দ্রাসুর (ঘ) হস্তিনাসুর

১৭৭. কার্তিককে ষড়ানন বলা হয় কেন?
(ক) তাঁর দেহাবরণ উজ্জ্বল স্বর্ণের মতো বলে
(খ) তাঁর ষোলটি অস্ত্র আছে বলে
(গ) তাঁর দেহে ষোলোটি অলঙ্কার আছে বলে
ক (ঘ) তাঁর হাত-পা-ষোলটি বলে

১৭৮. আনন মানে কী?
(ক) হাত (খ) চোখ
গ (গ) মুখ (ঘ) পা

১৭৯. কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা কী প্রার্থনা করে?
(ক) দাম্পত্য সুখ (খ) সন্তানসন্ততি
খ (গ) অর্থসম্পদ (ঘ) জীবনের স্থায়িত্ব

১৮০. যে কারণে কার্তিককে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়— [রংপুর জিলা স্কুল]
i. দেবতাদের সেনাপতি বলে
ii. শক্তিধর দেবতা বলে
iii. দুর্গার পুত্র বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮১. যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কার্তিকের হাতে যা দেখা যায়—
i. তীর
ii. ধনুক
iii. বল্লম
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৮২ ও ১৮৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুপ্রিয়ার বিবাহিত জীবনের দীর্ঘদিন পার হলেও কোনো সন্তান না হওয়ায় একজন দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে। অন্যদিকে সুজনদের গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় একটা দেবীর পূজা করে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। [য. বো. '২৪]

১৮২. সুপ্রিয়া কোন দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করেন?
(ক) বিষ্ণু (খ) শিব
গ (গ) কার্তিক (ঘ) গণেশ

১৮৩. সুজনদের গ্রামে অনুষ্ঠিত পূজার মাধ্যমে—
i. স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায়
ii. জাগতিক উন্নতি হয়
iii. ভেষজ উদ্ভিদ রোপণে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

দেবী শীতলা

▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৭৪

১৮৪. 'ঠাকুরাণি জাগরণী' নামে পরিচিত কোন দেবী? [চ. বো. '২৪, '২০]
(ক) কালি (খ) লক্ষ্মী
ঘ (গ) দুর্গা (ঘ) শীতলা

১৮৫. দেবী শীতলার পূজা করা হয়— [রা. বো. '২৪]
(ক) গ্রীষ্ম ঋতুতে (খ) বর্ষা ঋতুতে
ঘ (গ) শরৎ ঋতুতে (ঘ) হেমন্ত ঋতুতে

১৮৬. শীতলা দেবীর ডান হাতে কোনটি থাকে? [কু. বো. '২৪]
(ক) কলস (খ) ত্রিশূল
ঘ (গ) শঙ্খ (ঘ) সম্মার্জনী ঝাড়নি

১৮৭. শীতলা কীসের দেবী? [ব. বো. '২৪]
(ক) বৈদিক (খ) লৌকিক
খ (গ) জাগতিক (ঘ) পারমার্থিক

১৮৮. দেবী শীতলা লৌকিক দেবী হলেও গ্রাম বাংলায় তিনি কী নামে পরিচিত? [য. বো. '২৩]
(ক) ঠাকুরানী (খ) মধুরানী
ক (গ) দেবী দুর্গা (ঘ) কালী

১৮৯. শীতলা দেবীর বাহন কোনটি? [সকল বোর্ড '১৯]
(ক) ময়ূর (খ) সিংহ
ঘ (গ) হাঁস (ঘ) গর্দভ

১৯০. শীতলা পূজা হয়— [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
(ক) বৈশাখ মাসে (খ) শ্রাবণ মাসে
খ (গ) আষাঢ় মাসে (ঘ) ভাদ্র মাসে

১৯১. রোগ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দেবী হিসাবে পূজিত হন— [বগুড়া সর. পার্বতী হাই স্কুল]
(ক) সরস্বতী (খ) দুর্গা
গ (গ) শীতলা (ঘ) মনসা

১৯২. শীতলা পুরাণে গৃহীত হয়ে যে দেবীতে পরিণত হয়েছেন—
(ক) পৌরাণিক (খ) বৈদিক
ক (গ) স্বর্গীয় (ঘ) লৌকিক

১৯৩. শীতলা পূজা করা হয় কেন?
(ক) শুধুমাত্র বসন্তরোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য
(খ) শুধুমাত্র চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য
(গ) বসন্ত ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য
গ (ঘ) কলেরা ও জ্বর থেকে পরিত্রাণের জন্য

১৯৪. সাধারণত কখন দেবী শীতলার পূজা করা হয়?
(ক) শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে.
(খ) ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে
(গ) আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে
ক (ঘ) কার্তিক মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে

১৯৫. আমরা বাড়ির আঙিনায় রোগপ্রতিরোধের জন্য কী গাছ রোপণ করতে পারি?
(ক) তুলসি গাছ (খ) আমগাছ
ঘ (গ) লেবু গাছ (ঘ) নিম গাছ

১৯৬. রোগের যন্ত্রণা নিবারণকারী দেবীকে যে নামে অভিহিত করা হয়— [কু. বো. '২০]
i. ঠাকুরানি
ii. জাগরণী
iii. অম্বিকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯৭. শীতলাকে যে নামে অভিহিত করা হয়—
i. ঠাকুরানি
ii. করুণাময়ী
iii. দয়াময়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অধ্যায় ৫ ◂

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৯৮ ও ১৯৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অয়ন তাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে একটি নিম গাছ রোপণ করেন। তার ছোট ভাই নিম গাছ লাগানোর উপকারীতা জানতে চাইলে সে বলে নিম গাছ থাকলে বাড়ির লোকজন এবং ফলজ বৃক্ষগুলো রোগ মুক্ত থাকে। [দ. বো. '২৩]

১৯৮. কোন দেবী নিমপাতা বহন করেন?
ক কালী খ শীতলা
গ মনসা ঘ দুর্গা

১৯৯. উক্ত দেবীর দু'হাতে রয়েছে—
i. পূর্ণকুম্ভ
ii. পদ্মফুল
iii. সম্মার্জনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২০০ ও ২০১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহনপুর গ্রামে একবার বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ধর্মমতি রমনী অনুপ্রভা এলাকাবাসীকে সাথে নিয়ে এক বিশেষ দেবীর পূজার মাধ্যমে ঐ রোগ থেকে সবাইকে আরোগ্য করে তোলেন। [সকল বোর্ড '১৫]

২০০. অনুপ্রভা সবাইকে নিয়ে কোন দেবীর পূজা করেন?
ক লক্ষ্মী খ দুর্গা
গ শীতলা ঘ মনসা

২০১. উক্ত দেবীকে পূজার মাধ্যমে যে ফল পাওয়া যায় তা হলো—
i. অন্যায় প্রতিরোধের মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠা
ii. সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহের সন্তান লাভ
iii. রোগ-শোক নিরাময়ের মাধ্যমে শীতলতা লাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২০২ ও ২০৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রোগ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দেবী শীতলার পূজা করেন। [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

২০২. শীতলা কিসের দেবী?
ক সৌভাগ্যের দেবী খ স্বাস্থ্যবিধির দেবী
গ শিল্পকলার দেবী ঘ আদ্যাশক্তির দেবী

২০৩. দেবী শীতলার বাহন হচ্ছে—
ক গাধা খ হাতী
গ ঘোড়া ঘ ষাঁড়

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর — প্রশ্নের মান ২

পূজা ও পুরোহিত ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬২

প্রশ্ন ১। পূজা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জানানো, যা পুষ্পকর্মের মধ্য দিয়ে অর্চনা বা উপাসনার মাধ্যমে করা হয়। হিন্দুধর্মে 'পূজা' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। ঈশ্বরের কোনো রূপকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভক্তি সহকারে বিভিন্ন পবিত্র উপকরণের দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে পূজা করা হয়। পূজা হচ্ছে দেবদেবীদের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস।

প্রশ্ন ২। 'পূজা হচ্ছে বিভিন্ন উপকরণের সমষ্টি'— বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : 'পূজা' শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জানানো। দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয়, তাকে পূজা বলে। ঈশ্বর বা দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভক্তি সহকারে ফুল, দূর্বা, তুলসি পাতা, বিল্বপত্র, চন্দন, আতপ চাল, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে পূজা করা হয়। তাই বলা যায়, পূজা হচ্ছে বিভিন্ন উপকরণের সমষ্টি।

প্রশ্ন ৩। পুরোহিত বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : সাধারণ অর্থে পুরোহিত বলতে পূজা-অর্চনা কার্যাদি সম্পাদনকারীকে বোঝানো হয় এবং যিনি পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে অবস্থান করেন। সাধারণভাবে যিনি পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে থাকেন, তাঁকে পুরোহিত বলে।

প্রশ্ন ৪। যজমান বলতে কাকে বোঝানো হয়?
উত্তর : পূজা-অর্চনার সময় যার নামে সংকল্প করে পূজা সম্পাদিত হয় সেই ব্যক্তিকে যজমান বলা হয়। যজমান পুরোহিতকে পূজা সম্পাদন করার জন্য আমন্ত্রণ করে আনেন। তবে যজমান পূজার কার্যবিধি নিজেও নিষ্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ বিধি হচ্ছে পুরোহিতকে আমন্ত্রণ জানানো।

প্রশ্ন ৫। ব্রাহ্মণের ধারণা দাও।
উত্তর : ব্রাহ্মণ বলতে যাঁদের ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ধারণা আছে, এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। অতীতে ব্রাহ্মণ বর্ণের বা সম্প্রদায়ের মানুষদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান থাকত। তাই তাঁরাই পৌরহিত্যে দক্ষ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণরাই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন-যাজন করতেন।

প্রশ্ন ৬। শুধু কি ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষরাই পৌরহিত্যের অধিকারী? বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : না, শুধমাত্র ব্রাহ্মণরাই পৌরহিত্যের অধিকারী নয়। সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ধর্মনিষ্ঠ যেকোনো বর্ণের ব্যক্তিই পৌরহিত্য করার যোগ্য। তবে অতীতে ব্রাহ্মণরাই শুধুমাত্র সংস্কৃত ও শাস্ত্রজ্ঞানের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন-যাজন করতেন বলে পৌরহিত্য তাদেরই কার্য ছিল। কিন্তু একালে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞান সকল বর্ণের মধ্যেই দেখা যায়। এজন্য পৌরহিত্যে যেকোনো বর্ণই সমান অধিকারী।

প্রশ্ন ৭। পুরোহিতের চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য লেখ।
উত্তর : পুরোহিতের চারটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—
১. সংস্কৃত ভাষা লেখা ও পড়ার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা।
২. হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান।
৩. ধর্মশাস্ত্রে এবং শাস্ত্রীয় রীতিনীতি ও প্রথার ওপর অভিজ্ঞতা।
৪. শিষ্টাচারসম্পন্ন ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

দেবদেবীর ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৩

প্রশ্ন ৮। দেব-দেবী বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষরূপে প্রকাশ করেন, তখন তাকে দেব-দেবী বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও তারা ঈশ্বর নন। তারা ঈশ্বরের অংশ মাত্র। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ।

প্রশ্ন ৯। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। — কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'- এর অর্থ হলো— এক, অখণ্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ ও জ্ঞানীরা বহুনামে বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়টি দেবতাদের বর্ণনা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে। কেননা দেবতারা এক, অখণ্ড ও চিরন্তন ব্রহ্ম বা ঈশ্বরেরই বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশমাত্র। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।

প্রশ্ন ১০। দেবতাদের পূজা করা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশমাত্র। তাই দেবতাদের পূজা করলে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরেরই সন্তুষ্টি বিধান হয় এবং তিনি অভীষ্ট দান করেন। তাই মানুষ সুখ-শান্তিতে বসবাসের জন্য এবং দেবতাদের কৃপা লাভের জন্য তাদের পূজা করে থাকেন।

প্রশ্ন ১১। দেব-দেবী বা দেবতা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে লেখ।
উত্তর : দেবতা, দেব বা দেবী শব্দ 'দিব্' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দিব্ + অচ্ = দেব। স্ত্রী লিঙ্গে দেবী বলা হয়। 'দিব্' ধাতুর অর্থ হলো প্রকাশ পাওয়া। তাই বলা হয়েছে, যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্কর, তিনি দেবতা। দেব-দেবী ও দেবতা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যিনি দান করেন তিনি দেবতা। আবার যিনি নিজে প্রকাশ পেয়ে অন্যকে প্রকাশ করেন তিনিও দেবতা।

প্রশ্ন ১২। দেবতাদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে লেখ।
উত্তর : হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদের ওপর ভিত্তি করে 'পুরাণ' গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। পুরাণে বিভিন্ন দেব-দেবীদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তিতে দেবতাদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা– ১) বৈদিক দেবতা, ২) পৌরাণিক দেবতা ও ৩) লৌকিক দেবতা।

প্রশ্ন ১৩। বৈদিক দেবতা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : বেদে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন— অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, উষা, অদিতি, রাত্রির নাম উল্লেখ করা যায়। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো বিগ্রহ ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৪। বৈদিক পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে লেখ।
উত্তর : বৈদিক পূজা পদ্ধতি ছিল যোগ বা হোম ভিত্তিক। বৈদিক উপাসনা রীতিতে প্রতিমা পূজা ছিল না। তাই হোমানল বা অগ্নির মাধ্যমে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে অন্যান্য দেবতাকে আহ্বান করে তাদের পূজা বা উপাসনা করা হতো। তাই অগ্নিকে বলা হয় দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং তিনি যজ্ঞের পুরোহিত।

প্রশ্ন ১৫। পৌরাণিক দেবতার ধারণা দাও।
উত্তর : পুরাণে যে সকল দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি। পৌরাণিক যুগে বৈদিক দেবতাদের অনেকেরই রূপের পরিবর্তন ঘটেছে এবং অনেক নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। বেদে উল্লিখিত বিষ্ণুকে পুরাণে, দেখা যায়, শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্মধারীরূপে। কিন্তু বেদে বিষ্ণুর আকৃতি ও প্রকৃতি মন্ত্রময় প্রাকৃতিক শক্তি মাত্র।

প্রশ্ন ১৬। লৌকিক দেবতা বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : বেদে ও পুরাণে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিকা দেবতা। যেমন— মনসা, শীতলা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

প্রশ্ন ১৭। সকল দেব-দেবীর পূজা একই সময় হয় না কেন? বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : সকল দেব-দেবীর পূজা একই সময় হয় না। কারণ অনেক দেব-দেবীর জন্য নির্দিষ্ট মাস, সময়, তিথি রয়েছে। যেমন— বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মীর পূজা প্রতিদিনই করা হয়। আবার ব্রহ্মা, কার্তিক, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা বিশেষ বিশেষ তিথিতে করা হয়।

প্রশ্ন ১৮। সামাজিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পূজার প্রকারভেদ সম্পর্কে লেখ।
উত্তর : সামাজিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পূজা দুইভাবে করা হয়। পারিবারিক পূজা ও সর্বজনীন পূজা। পারিবারিক সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পূজা করা হয় তাকে পারিবারিক পূজা বলে। সমাজের সকল মানুষের অংশগ্রহণে যে পূজা করা হয়, তাকে সর্বজনীন পূজা বলে। মূলত সর্বজনীন পূজার মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়।

দেবী দুর্গা : দেবী দুর্গার পরিচয় ও রূপ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৫

প্রশ্ন ১৯। দেবী দুর্গার পরিচয় দাও।
উত্তর : দেবীদুর্গা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া অর্থাৎ মহাজাগতিক শক্তি। তিনি জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা, চণ্ডী, নারায়ণী প্রভৃতি নামেও পূজিত হন। দুর্গম নামক এক পশুকে বধ করার কারণে তাঁর নাম হয় দুর্গা।

প্রশ্ন ২০। দেবী দুর্গার কয়েকটি নাম লেখ।
উত্তর : দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। তিনি অদ্যাশক্তি মহামায়া অর্থাৎ মহাজাগতিক শক্তি। তাঁর আরও অনেক নাম রয়েছে। তাঁর কয়েককটি নাম হলো জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা, চণ্ডী, নারায়ণী প্রভৃতি।

প্রশ্ন ২১। দুর্গা নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে লেখ।
উত্তর : দুঃ – গম্ + অ = দুর্গ। যে স্থানে গমন করা অত্যন্ত দুরূহ তাকে দুর্গ বলে। দুর্গ শব্দের সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করে দুর্গা শব্দটি গঠন করা হয়েছে এবং স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। যিনি মহামায়া তিনি দুরধিগম্য– তাঁকে দুঃসাধ্য সাধনার দ্বারা পাওয়া যায়। তাই তিনি দুর্গা।

প্রশ্ন ২২। 'দেবী দুর্গা যেন ঘরের মেয়ে'– বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : দেবী দুর্গা যেন ঘরের মেয়ে এ কথা বলার কারণ হলো তিনি শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি আসেন। ৬ষ্ঠী দিন দুর্গার আগমন ঘটে। মহালয়া, অমাবশ্যার পরে শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পূজার আয়োজনের মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হয়। চারদিন থেকে তার ছেলেমেয়েকে নিয়ে কৈলাস ভবনে যাত্রা করেন।

প্রশ্ন ২৩। দেবী দুর্গাকে মহিষমর্দিনী বলা হয় কেন? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : একবার মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। তখন দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন দেবী দুর্গা। তারপর তিনি মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এজন্য দেবী দুর্গাকে মহিষমর্দিনী বলা হয়।

প্রশ্ন ২৪। সংক্ষেপে দেবী দুর্গার রূপের ধারণা দাও।
উত্তর : দেবী দুর্গার দশটি ভুজ বা হাত রয়েছে এজন্য তাকে দশভুজা বলা হয়। তাঁর তিনটি চোখ রয়েছে, এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ রয়েছে সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের উপর অবস্থিত চোখ-জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে। তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে, যা শক্তির প্রতীক এবং শক্তিধর প্রাণী সিংহ তাঁর বাহন। দেবী দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালি হলুদ।

প্রশ্ন ২৫। দেবী দুর্গার দশ হাতের অস্ত্রসমূহের নাম লেখ।
উত্তর : দেবী দুর্গার ডানদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে– ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি। বামদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো হলো– খেটক (ঢাল), পূর্ণচাপ (ধনুক), পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু (কুঠার)। এ সকল অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক।

দুর্গাপূজা পদ্ধতি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৭

প্রশ্ন ২৬। দুর্গা পূজার পাঁচ দিনের তিথির ধারণা দাও।
উত্তর : **প্রথম দিন** : ষষ্ঠী— দুর্গার ষষ্ঠী-বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস;
দ্বিতীয় দিন : সপ্তমী— মহাসপ্তমী পূজা– নবপত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপন, সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ, সপ্তমীবিহিত পূজা;
তৃতীয় দিন : অষ্টমী— মহাষ্টমী পূজা, কুমারী পূজা, সন্ধি পূজা;
চতুর্থ দিন : নবমী— নবমীবিহিত পূজা;
পঞ্চম দিন : দশমী— দশমী পূজা, বিসর্জন ও বিজয়া দশমী।

দুর্গাপূজা পদ্ধতি : ষষ্ঠী ও সপ্তমী পূজা ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৭

প্রশ্ন ২৭। ষষ্ঠী পূজা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : মহালয়া অমাবস্যার পরে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠী পূজার আয়োজনের মাধ্যমে দুর্গা পূজা শুরু হয়। সুষ্ঠুভাবে পূজা উদযাপন করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার সংকল্প করা হয়। সন্ধ্যাকালে বোধন, তারপর অধিবাস ও আমন্ত্রণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ২৮। সপ্তমীপূজা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : ষষ্ঠীর পর আসে মহাসপ্তমী। এ তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তমীবিহিত পূজা। মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাসহ সকল প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। নানা উপকরণে ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য, বস্ত্রাদি সাজিয়ে দেবীকে পূজা করা হয়। এ দিনের পূজায় নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা অন্যতম।

প্রশ্ন ২৯। নবপত্রিকা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : নবপত্রিকা মূলত নয়টি গাছের সমাহার। এগুলো হলো— কদলী (কলা), দাড়িম্ব (ডালিম), ধান্য (ধান), হরিদ্রা (হলুদ), মানক (মানকচু), কচু, বিল্ব (বেল), অশোক এবং জয়ন্তী। একটি কলাগাছের সঙ্গে অন্য গাছের চারা বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর একটি শাড়ি কাপড় পরানো হয়। নবপত্রিকার মধ্যে দেবী দুর্গা নয়টি ভিন্ন নামে অধিষ্ঠিত।

প্রশ্ন ৩০। বাংলা অর্থসহ দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্র লেখ।

উত্তর : ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়নি নমোস্তুতে। (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১/১০/১১)
বাংলা অর্থ : হে দেবী সর্বমঙ্গলা, শিবা, সর্বার্থসাধিকা, শরণযোগ্যা, গৌরি, ত্রিনয়না, নারায়ণি— তোমাকে নমস্কার।

প্রশ্ন ৩১। দুর্গাদেবীর প্রণাম মন্ত্রের শিক্ষণীয় বিষয় কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : দেবী দুর্গা বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের মঙ্গল নিশ্চিত করেন বলে তিনি সর্বমঙ্গলা। তিনি শিবের শক্তি বলে শিবা। তিনি সকল প্রার্থনা পূরণ করেন, তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। তিনি শরণ্য। তিনি গৌরি। তাঁর কাছে শক্তি প্রার্থনা করে আমরাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াব এবং নিজের ও সমাজের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করব। দুর্গাপূজার প্রণাম মন্ত্র আমাদের এ শিক্ষাই প্রদান করে।

মহা অষ্টমী পূজা ও কুমারী পূজা ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৮

প্রশ্ন ৩২। অষ্টমী পূজা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : দুর্গাপূজার তৃতীয় দিন অষ্টমী তিথি হয়। শারদীয় দুর্গা উৎসবে অষ্টমী পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূজা। এ দিনে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করে বিজয় লাভ করেছিলেন। এ পূজার দিনে ভক্তবৃন্দ সম্মিলিতভাবে অষ্টমীবিহিত পূজা করে দেবী দুর্গার কৃপা প্রার্থনা করেন। পূজার শেষে পূজারিগণ দেবীর উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে।

প্রশ্ন ৩৩। অষ্টমীতে কুমারী পূজা করা হয় কেন? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : অষ্টমীর দিন কুমারী পূজা করা হয়। কারণ নারীকে মাতৃরূপে ভাবনা হিন্দুধর্মীয় সাধন রীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করে। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রশ্ন ৩৪। দুর্গাদেবীর নবমী পূজার ধারণা দাও।

উত্তর : নবমী তিথিতে দেবী দুর্গার নবমীবিহিত পূজা করা হয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধির সময় বিশেষভাবে সন্ধিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধি পূজায় ১০৮টি মাটির প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে দেবীর পূজা করা হয়। এসময় দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন ধরনের উপকরণে ভোগ নিবেদন করা হয় এবং ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রশ্ন ৩৫। দেবী দুর্গার দশমীবিহিত পূজা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : দশমী তিথিতে পূজাবিধি অনুসারে দেবী দুর্গার দশমীবিহিত পূজা করা হয়। দশমীর দিনে হয় দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন। পূজার দশমীকে বলা হয় বিজয়া দশমী। দেবী দুর্গা চারদিন এ জগতে থেকে দশমীর দিন তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কৈলাশ ভবনে যাত্রা করেন। দুর্গা প্রতিমা নদী, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ে বিসর্জনের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন ৩৬। সংক্ষেপে বিজয়া দশমীর তাৎপর্য বা শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে লেখ।

উত্তর :

১. মহিষাসুরকে বধ করার মধ্য দিয়ে বিজয় উৎসব পালিত হয়। সুতরাং বিজয়া দশমী অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন।
২. দেবী দুর্গা দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ। তাই দুর্গাপূজা তথা বিজয়া দশমী ঐক্যের প্রতীক।
৩. বিজয়া দশমী পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে সকল প্রকার অশুভ শক্তিকে দূর করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দান করে।

প্রশ্ন ৩৭। সংক্ষেপে বিজয়া দশমীর প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : দুর্গাপূজার প্রভাবে অন্যায়-অবিচারকে প্রতিহত করার শক্তি জাগ্রত করে। সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে। দুর্গাপূজাকে অবলম্বন করে পত্র-পত্রিকায় পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পূজা সংগঠন শারদীয় পূজার স্মরণিকা প্রকাশ করে। পূজামণ্ডপ এবং প্রতিমায় নানা নান্দনিক রূপকল্পনার প্রতিফলন হয়। সার্বিকভাবে দুর্গাপূজা এক মিলন মহোৎসব এবং আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার অপূর্ব সম্মিলন।

প্রশ্ন ৩৮। সংক্ষেপে আর্থসামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে দুর্গাপূজার প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : আবহমানকাল থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। এ উৎসব তাদের প্রাণ। শারদীয় দেবীর পূজা মানে দেবী দুর্গার আরাধনা। তিনি বিশ্বের আদি কারণ ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ বা রূপ। দুর্গাপূজা আমাদের আর্থসামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৩৯। দুর্গাপূজা কীভাবে ভক্তদের মাঝে সাম্য ও সৌহার্দ জাগ্রত করে? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : দুর্গাপূজার সময়ে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সৌহার্দবোধের সৃষ্টি হয়। একে অপরের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সকলের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। নিজের মধ্যে সকল সুখ, দুঃখ, কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে নতুন উদ্যমে নিজেদের মধ্যে সংহতি ও একাত্মতা বৃদ্ধি পায়। আর এভাবে মিলন মেলার মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে সাম্য, সৌহার্দ, প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন অটুট হয়।

দেবী কালী-কালী দেবীর পরিচয় ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭০

প্রশ্ন ৪০। দেবী কালীর পরিচয় দাও।

উত্তর : দেবী কালী দুর্গাদেবীর মতো শক্তির দেবী। তিনি অসুর বিনাশে ভয়ংকরী। পৃথিবীর সকল অন্যায় ও অত্যাচার দূর করার জন্য দেবী কালী অশুভ শক্তিকে বিনাশ করেন। দেবী কালী শিব ঠাকুরের সহধর্মিণী এবং বিশেষ শক্তি। তিনি কাল ও মৃত্যুর দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার কারণে তাকে শ্মশান কালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রশ্ন ৪১। দেবী কালীর কয়েকটি নাম লেখ।

উত্তর : দেবী কালী হলেন শক্তির দেবী। তিনি হলেন শিব ঠাকুরের বিশেষ শক্তি এবং সহধর্মিণী। তিনি অসুর বিনাশে ভয়ংকরী। তিনি অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে অন্যায়-অত্যাচার দূর করেন। তাকে শ্মশান কালী নামেও আখ্যায়িত করা হয়। এছাড়াও তার অনেক নাম রয়েছে যথা— ভদ্রকালী, দক্ষিণাকালী, মা তারা, শ্যামা, মহাকালী প্রভৃতি।

প্রশ্ন ৪২। সংক্ষেপে দেবী কালীর আবির্ভাব বা উৎপত্তি সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : দেবী কালী শিবের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে, তিনি বিভিন্নরূপে অসুরদের ধ্বংস করে স্বর্গের দেবতাদের রক্ষা করেন। ইন্দ্রসহ সকল দেবতা, শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য দেবী অম্বিকার কাছে প্রার্থনা করেন। তখন দেবী অম্বিকা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে দুই রূপে (অম্বিকা ও কালিকা বা কালীরূপে) প্রকাশিত হন। দেবী কালী শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করে চামুণ্ডা নামে পরিচিত হন।

প্রশ্ন ৪৩। কালীপূজা কোন তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : কালীপূজা সাধারণত অমাবস্যার রাতে অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজা দুর্গাপূজার পর কার্তিক-অগ্রাহয়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন সন্ধ্যার সময় দীপাবলির আয়োজন করা হয়। যা দেয়ালী নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের মহামারির (বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব, ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতির) সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়।

প্রশ্ন ৪৪। কালীপূজা পদ্ধতি সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : দুর্গাপূজার মতো কালী পূজাও গৃহে বা মণ্ডপে প্রতিমা নির্মাণ করে সম্পন্ন করা হয়। দেবীর চক্ষুদান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই কালী পূজা শুরু হয়। দেবী কালীকে ধ্যান, পূজা, আরতি ভোগ প্রভৃতি কর্ম সম্পন্ন করে সবশেষে প্রণাম করা হয়।

প্রশ্ন ৪৫। কালীপূজার ধ্যানের মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ।

উত্তর : ওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোর-দংষ্ট্রাবরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম।।
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।

সরলার্থ : দেবী কালী শবারূঢ়া, ভীমা ভয়ংকরী, তিনি ত্রিনয়নী, ভয়ানক তাঁর দাঁত, লোল জিহ্বা তাঁর। তিনি মুক্তকেশী, হাতে নরকপাল ও কর্তৃকা (কাটারি)। অপর দুহাতে বর ও অভয় মুদ্রা, দেবী আবার হাস্যময়ী।

প্রশ্ন ৪৬। কালীপূজার মাধ্যমে কী শিক্ষা লাভ করা যায়? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর :

১. দেবী কালী অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কল্যাণে নিয়োজিত। তাঁর কাছ থেকে আমরা মঙ্গল সাধন করার শিক্ষা পাই। দেবী কালীর কাছে আমরা অন্যায়ের কাছে কঠোর, সহজের কাছে কোমল হওয়ার শিক্ষা পাই।
২. অন্যায়কারীর কাছে দেবী রাগী, ভয়ংকারী। ভক্তের কাছে স্নেহময়ী জননী।

প্রশ্ন ৪৭। সংক্ষেপে আর্থসামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে কালীপূজার প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : দেবী কালী ক্ষমতা ও শক্তির আধার। তিনি একাধারে কঠোর, অপরদিকে মমতাময়ী মা। তিনি এ বিশ্বের সকল অশুভ শক্তি ধ্বংস করে সকলের মধ্যে মঙ্গলবার্তা ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা দেবী কালীকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজা করে থাকেন।। এ পূজার মাধ্যমে আমাদের আর্থসামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে অনেক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কার্তিক দেবের পরিচয়, পূজার ধ্যান ও প্রণাম ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭২

প্রশ্ন ৪৮। কার্তিকের পরিচয় দাও।

উত্তর : কার্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি শিব ও মাতা দুর্গার পুত্র। দেবতা কার্তিক অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম দেহ এবং অসীম শক্তির অধিকারী। তাঁর দেহবর্ণ তপ্ত স্বর্ণের মতো। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কার্তিকের হাতে তীর, ধনুক ও বল্লম দেখা যায়। তার বাহন সুদৃশ্য পাখি ময়ূর। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। স্কন্দপুরাণ কার্তিককে নিয়ে রচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪৯। স্বর্গের দেবতারা কার্তিককে কেন স্বর্গের সেনাপতিরূপে বরণ করেন? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : পুরাণ অনুসারে, তারকাসুরকে বধ করার জন্য কার্তিকের জন্ম হয়েছিল। দেবতা কার্তিক কেবল অত্যন্ত সুন্দরই নন, তিনি সুঠাম দেহ ও অসীম শক্তির অধিকারীও বটে। পুরাণ অনুসারে, তারকাসুরের আধিপত্য থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করার জন্য স্বর্গের দেবতারা তাঁকে স্বর্গের সেনাপতিরূপে বরণ করেন।

প্রশ্ন ৫০। কেন কার্তিকের পূজা করা হয়? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজা করা হয়। কার্তিক পূজার মাধ্যমে একটি বিশেষ প্রার্থনা বা কামনা করা হয়। বিশেষ করে দম্পতিরা কার্তিকের কাছে এই বিশেষ প্রার্থনাটি করে থাকেন। দম্পতিরা কার্তিকের পূজার মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন। কথিত আছে, দেবকী কার্তিকের ব্রত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন ৫১। কার্তিক দেবতার ধ্যানের মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ।

উত্তর : ওঁ কার্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসং স্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদাম্॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কম্॥

সরলার্থ : কার্তিকদেব মহাভাগ, ময়ূরের উপর তিনি উপবিষ্ট। তপ্ত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল তাঁর বর্ন। তাঁর দুটি হাতে শক্তি নামক অস্ত্র। তিনি নানা অলঙ্কারে ভূষিত। তিনি শত্রু হত্যাকারী। প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল তাঁর মুখ।

প্রশ্ন ৫২। সংক্ষেপে কার্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : কার্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব নিম্নরূপ–

১. কার্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। একারণে কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন।
২. কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি এবং অসীম শক্তিধর হওয়ার ফলে তাঁকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়।
৩. তিনি সমাজের অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে অবিচল যোদ্ধা। আমাদের সকলেরই কার্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

দেবী শীতলা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭৪

প্রশ্ন ৫৩। শীতলা দেবীর পূজা কেন করা হয়? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : শীতলা লৌকিক দেবী। শীতলা পুরাণে গৃহীত হয়ে পৌরাণিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন। সাধারণভাবে এ দেবী বসন্ত রোগের জ্বালা নিবারণ করে শীতল করেন বলে শীতলা নামে পরিচিত হয়েছেন। বসন্ত ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে শীতলা পূজা করা হয়।

প্রশ্ন ৫৪। সংক্ষেপে শীতলা দেবীর পরিচয় দাও।

উত্তর : শীতলা দেবী লৌকিক দেবী। দেবী শীতলাকে ঠাকুরানি, করুণাময়ী, দয়াময়ী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। শীতলা কুমারী, মাথায় কুলাকৃতির মুকুট, গর্দভের উপর উপবিষ্ট। গর্দভ তাঁর বাহন। স্কন্দপুরাণে শীতলা দেবী শ্বেতবর্ণা ও দু'হাত বিশিষ্ট। তাঁর দু'হাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনীধারণী। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন।

প্রশ্ন ৫৫। শীতলা দেবীর পূজা সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর : সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। অন্যান্য পূজার মতোই তাঁর পূজাতেও পুরোহিতকে আমন্ত্রণ করা হয়। দেবী শীতলার পূজায় ঠান্ডা জাতীয় ফল যেমন– পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ, কলা ও অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় উপকরণ দেবীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয়। এ পূজায় সকল শ্রেণির ভক্ত অংশগ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন ৫৬। শীতলা পূজার প্রণামমন্ত্র সরলার্থসহ লেখ।
উত্তর : ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥
সরলার্থ : গর্দভ বাহন মার্জনী (ঝাঁটা) ও কলস হস্তা শীতলা দেবীকে প্রণাম করি।

প্রশ্ন ৫৭। সংক্ষেপে শীতলা পূজার গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।
উত্তর : শীতলা পূজার গুরুত্ব অপরিসীম।

১. দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালনের দেবী বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরাও স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি।
২. শীতলা দেবী বসন্ত রোগ থেকে আমাদের মুক্ত করে শীতল করেন। আমরা বসন্ত রোগীদের সেবা করার শিক্ষা পাই শীতলা পূজার মাধ্যমে।
৩. শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা নিম বৃক্ষের গুরুত্ব বুঝতে পারি।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

পূজা ও পুরোহিত ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬২

প্রশ্ন ১। পূজা কাকে বলে?
[রা. বো. '২৪; য. বো. '২৩; সি. বো. '২৪; দি. বো. '২৪]
উত্তর : সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে বা দেব-দেবীর কাছে মাথা নত করার মাধ্যমে এবং তাদের সান্নিধ্য লাভের জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে পূজা বলে।

প্রশ্ন ২। পূজা শব্দের অর্থ কী? [য. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৮]
উত্তর : পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জানানো, যা পুষ্প কর্মের মধ্য দিয়ে অর্চনা বা উপাসনার মাধ্যমে করা হয়।

প্রশ্ন ৩। যজমান কাকে বলে? [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '২৩, '১৯; কু. বো. '২৩, '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '২৪, '১৯; ব. বো. '২৩, '১৯; দি. বো. '১৯]
উত্তর : যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে।

প্রশ্ন ৪। পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে কে অবস্থান করেন?
[কু. বো. '২৩; দি. বো. '২৩]
উত্তর : পূজার সময় পুরোহিত সকলের অগ্রভাগে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন ৫। পুরোহিত শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]
উত্তর : পুরোহিত শব্দটি 'সংস্কৃত' ভাষা থেকে এসেছে।

প্রশ্ন ৬। পূজার উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : পূজার উদ্দেশ্য হলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে বা দেব-দেবীর কাছে মাথা নত করা এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করা।

প্রশ্ন ৭। পুরোহিত শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : পুরোহিত শব্দটি 'পুরস' (পুরঃ) এবং 'হিত' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'পুরস' শব্দের অর্থ সম্মুখে এবং 'হিত' শব্দের অর্থ মঙ্গল।

প্রশ্ন ৮। পুরোহিত কাকে বলে?
উত্তর : সাধারণভাবে যিনি পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে থাকেন, তাঁকে পুরোহিত বলে।

প্রশ্ন ৯। পৌরোহিত্য কে করেন?
উত্তর : সাধারণত ব্রাহ্মণ বর্ণের লোকেরাই পৌরোহিত্য করেন।

প্রশ্ন ১০। পুরোহিত কী করেন?
উত্তর : পুরোহিত পারিবারিক ও সামাজিক পূজা-অর্চনাদি পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ১১। দেবতাদের পূজা করলে কী হয়?
উত্তর : দেবতাদের পূজা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং অভীষ্ট দান করেন।

প্রশ্ন ১২। পারিবারিক পূজা কাকে বলে?
উত্তর : সাধারণ অর্থে পারিবারিক সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে পূজা করা হয়, তাকে পারিবারিক পূজা বলে।

প্রশ্ন ১৩। সার্বজনীন পূজা কাকে বলে?
উত্তর : সমাজের সকল মানুষের অংশগ্রহণে যে পূজা করা হয়, তাকে সার্বজনীন পূজা বলে।

প্রশ্ন ১৪। কখন পূজারিগণ দেবীর উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে?
উত্তর : পূজার শেষে পূজারিগণ দেবীর উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে।

দেব-দেবীর ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৩

প্রশ্ন ১৫। লৌকিক দেবতা কাকে বলে?
[কু. বো. '২৪; সি. বো. '২৩; ব. বো. '২৪, '২৩]
উত্তর : বেদে ও পুরাণে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়নি কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন তাঁদেরকে লৌকিক দেবতা বলা হয়।

প্রশ্ন ১৬। বৈদিক দেবতা কাকে বলে? [ঢা. বো. '২৪, '২৩]
উত্তর : বেদে যেসব দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়।

প্রশ্ন ১৭। পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? [ঢা. বো. '২৩, '২০; রা. বো. '২৩; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; সি. বো. '২০; য. বো. '২৪, '২০]
উত্তর : পুরাণে যেসব দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি।

প্রশ্ন ১৮। বেদের ওপর ভিত্তি করে কোন গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে?
[চ. বো. '২৩]
উত্তর : বেদের ওপর ভিত্তি করে 'পুরাণ' নামক গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১৯। ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক কে? [সি. বো. '২৩]
উত্তর : ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক হচ্ছে দেব-দেবী।

প্রশ্ন ২০। দেবদেবী কাকে বলে? [ব. বো. '২৩]
উত্তর : ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে বিশেষ আকারে বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাকে দেবদেবী বলে।

প্রশ্ন ২১। যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর তাকে কী বলা হয়?
[দি. বো. '২৩; য. বো. '২৩]
উত্তর : যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর তাকে বলা হয় দেবতা।

প্রশ্ন ২২। হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ কোনটি? [সকল বোর্ড '১৯]
উত্তর : হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ।

প্রশ্ন ২৩। ঈশ্বরের গুণ বা শক্তির সাকার রূপকে কী বলে?
[গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
উত্তর : ঈশ্বরের গুণ বা শক্তির সাকার রূপকে বলা হয় দেবতা বা দেবদেবী।

প্রশ্ন ২৪। যিনি দান করেন তিনি কী? [কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, বাটোরা]
উত্তর : যিনি দান করেন তিনি হলেন দেবতা।

দেবী দুর্গা : দেবী দুর্গার পরিচয় ও রূপ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৫

প্রশ্ন ২৫। দুর্গ কাকে বলে? [য. বো. '২৩]
উত্তর : যে স্থানে গমন করা অত্যন্ত দুরূহ তাকে দুর্গ বলে।

প্রশ্ন ২৬। দেবী দুর্গা কী নামে পূজিত হন?
উত্তর : দেবী দুর্গা জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা, চণ্ডী, নারায়ণী প্রভৃতি নামে পূজিত হন।

প্রশ্ন ২৭। দুর্গা কে?

উত্তর : দুর্গতি নাশিনী দেবী দুর্গম নামক এক পশুকে বধ করায় তাকে দুর্গা বলা হয়।

প্রশ্ন ২৮। দশভুজা কে?

উত্তর : দেবী দুর্গার দশটি ভুজ বা হাত থাকায় তাঁর নাম দশভুজা।

প্রশ্ন ২৯। ত্রিনয়না কে?

উত্তর : দেবী দুর্গার তিনটি চোখ থাকায় তাঁকে ত্রিনয়না বলে।

দুর্গাপূজা পদ্ধতি ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৭

প্রশ্ন ৩০। মহালয়া কী?

উত্তর : মহালয়া হলো দেবী দুর্গার আগমনী উৎসব।

প্রশ্ন ৩১। কখন ও কীভাবে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়?

উত্তর : আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে প্রতিমা স্থাপনের মাধ্যমে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়।

দুর্গাপূজা পদ্ধতি : ষষ্ঠী ও সপ্তমী পূজা ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৭

প্রশ্ন ৩২। নবপত্রিকা কী?

উত্তর : নবপত্রিকা মূলত নয়টি গাছের সমাহার।

প্রশ্ন ৩৩। নবপত্রিকার মধ্য দিয়ে আমরা কার পূজা করে থাকি?

উত্তর : নবপত্রিকার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের জীবনদায়ী বৃক্ষ ও দেবী দুর্গার পূজা করে থাকি।

মহা অষ্টমী পূজা ও কুমারী পূজা ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৮

প্রশ্ন ৩৪। বিজয়া দশমী কী? [ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : দুর্গাপূজার দশমীকে বলা হয় বিজয়া দশমী।

প্রশ্ন ৩৫। সন্ধি পূজা কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধির সময় বিশেষভাবে সন্ধিপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ৩৬। সন্ধিপূজায় কতটি মাটির প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়?

উত্তর : সন্ধি পূজায় ১০৮টি মাটির প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়।

দেবী কালী-কালী দেবীর পরিচয় ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭০

প্রশ্ন ৩৭। কালী দেবীর বাহন কী? [পুলিশ লাইন্স গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

উত্তর : কালী দেবীর বাহন হচ্ছে শৃগাল।

প্রশ্ন ৩৮। দেবী কালী আমাদের মাঝে কখন আবির্ভূত হন?

উত্তর : দেবী কালী যেকোনো ধরনের দুর্যোগের সময় আমাদের মাঝে আবির্ভূত হন।

কার্তিক দেবের পরিচয়, পূজার ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭২

প্রশ্ন ৩৯। কার্তিক দেবের বাহন কী?
[রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০]

উত্তর : কার্তিক দেবের বাহন হচ্ছে ময়ূর।

প্রশ্ন ৪০। কার্তিক কে?

উত্তর : কার্তিক ভগবান শিবের পুত্র এবং দেব সেনাপতি।

প্রশ্ন ৪১। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা কোন দেবতাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করেন?

উত্তর : হিন্দুধর্মাবলম্বীরা দেবতা কার্তিককে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করেন।

দেবী শীতলা ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭৪

প্রশ্ন ৪২। দেবী শীতলার বাহন কী? [বগুড়া ক্যান্ট. পাবলিক হাই স্কুল]

উত্তর : দেবী শীতলার বাহন হচ্ছে গর্দভ।

প্রশ্ন ৪৩। শীতলা দেবীর পূজা কখন করা হয়?
[বি.কে.জি.সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]

উত্তর : শীতলা লৌকিক দেবী। শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়।

প্রশ্ন ৪৪। দেবী শীতলা গ্রাম বাংলায় কী নামে পরিচিত?

উত্তর : দেবী শীতলা গ্রাম বাংলায় ঠাকুরানি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ৪৫। জ্বালা নিবারণের দেবী কে?

উত্তর : জ্বালা নিবারণের দেবী হচ্ছেন শীতলা।

অধ্যায় ▶ ৫

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

পূজা ও পুরোহিত ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬২

প্রশ্ন ১। পুরোহিত কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. '২৪]

উত্তর : পূজায় যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন, তার নাম পুরোহিত। পুরোহিত শব্দটি 'পুরস্' (পুরঃ) এবং 'হিত' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। পুরস্ শব্দের অর্থ সম্মুখে এবং 'হিত' শব্দের অর্থ অবস্থান। অর্থাৎ পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পরিচালনায় যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পূজার সময় অগ্রভাগে থাকেন, তাঁকে পুরোহিত বলে। সাধারণত যজমান পূজা করে দেওয়ার জন্য পুরোহিতকে আমন্ত্রণ করে আনেন।

প্রশ্ন ২। সর্বজনীন পূজা বলতে কী বোঝায়? [দি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

উত্তর : হিন্দুধর্মে পূজা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা ঈশ্বরের প্রতীক। ঈশ্বরকে বা তার কোনো রূপকে (দেব-দেবী) সন্তুষ্ট করার জন্য ভক্তিসহকারে ফুল, দূর্বা, তুলসী পাত্য প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে উপাসনা করা হয়। এ উপাসনাই হচ্ছে পূজা। এ পূজায় যখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ মিলে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় তখন সেটি সর্বজনীন পূজায় রূপ নেয়।

প্রশ্ন ৩। কিসের মাধ্যমে বৈদিক ঋষিরা দেব-দেবীর নিকটে যেতে পারতেন? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২০; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : যজ্ঞের মাধ্যমে বৈদিক ঋষিরা দেব-দেবীর নিকটে যেতে পারতেন। বৈদিক ঋষিরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মকাণ্ডকে একটি বৃহৎ যজ্ঞ বলে মনে করতেন। তাই তাঁদের যজ্ঞকর্ম বিশ্বযজ্ঞের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এ সময় যজ্ঞই ছিল প্রধান ধর্মকর্ম। এর মাধ্যমেই বৈদিক ঋষিরা দেব-দেবীর নিকটে যেতে পারতেন।

দেব-দেবীর ধারণা ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৩

প্রশ্ন ৪। লৌকিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? [য. বো. '২৪]

উত্তর : হিন্দুধর্মগ্রন্থ বেদ ও পুরাণে যেসব দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের লৌকিক দেবতা বলা হয়। যেমন— মনসা, শীতলা দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

প্রশ্ন ৫। "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
[য. বো. '২৩; সি. বো. '২৪ সকল বোর্ড '১৮]

উত্তর : 'একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' অর্থাৎ এক, অখণ্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ ও জ্ঞানীরা বহুনামে বর্ণনা করেছেন।

ঈশ্বর সীমাহীন গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাকে দেবতা বলে। তারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নয়। দেবতারা ঈশ্বরের গুণ বা শক্তির প্রকাশ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাই ঋগ্বেদে বলা হয়েছে 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

প্রশ্ন ৬। ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতাকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর।
[রা. বো. '২৩]

উত্তর : ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ।

প্রশ্ন ৭। বৈদিক পূজা অর্চনা কীভাবে করা হতো? তা ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '২৩]

উত্তর : বৈদিক পূজাপদ্ধতি ছিল যজ্ঞ বা হোমভিত্তিক। বৈদিক উপাসনা রীতিতে প্রতিমা পূজা ছিল না। হোমানল বা অগ্নির মাধ্যমে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে অন্যান্য দেবতাকে আহ্বান করা হতো। অগ্নিকে বলা হয়েছে-তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, দীপ্তিময়, দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক। যজ্ঞের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিভিন্ন দেবতার জন্য ঘৃত, পিঠা, পায়েস, প্রভৃতি অর্পণ করা হতো। এ সময় যজ্ঞই ছিল প্রধান ধর্মকর্ম। যজ্ঞের মাধ্যমে বৈদিক ঋষিরা দেব-দেবীর সান্নিধ্য লাভ করতেন।

দেবী দুর্গা :দেবী দুর্গার পরিচয় ও রূপ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৫

প্রশ্ন ৮। দেবী দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনী বলা হয় কেন? [কু. বো. '২৩; দি. বো. '২৩]

উত্তর : যে স্থানে গমন করা অত্যন্ত দুরূহ তাকে দুর্গ বলে। দুর্গ শব্দের সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগ করে দুর্গা শব্দটি গঠন করা হয়েছে এবং স্ত্রী লিঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যিনি মহামায়া তিনি দুরধিগম্যা। তাকে দুঃসাধ্য সাধনার দ্বারা পাওয়া যায়। তাই তিনি দুর্গা। তিনি ব্রহ্মের শক্তি বলেও দুরধিগম্য এবং সাধন সাপেক্ষ দেবী দুর্গাকে দুর্গতি নাশিনী বলা হয়। কারণ তিনি এ মহাবিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বিনাশ করেন।

প্রশ্ন ৯। দেবী দুর্গাকে ত্রিনয়না বলা হয় কেন? [ম. বো. '২৩]

উত্তর : দেবীদুর্গার তিনটি চোখ আছে বলে তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। দেবী দুর্গা একজন পৌরাণিক দেবী। তার তিনটি চোখ রয়েছে। এজন্য তাকে ত্রিনয়না বলা হয়। তার বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের উপর অবস্থিত চোখ জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে।

দুর্গাপূজা পদ্ধতি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৭

প্রশ্ন ১০। 'বোধন' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'বোধন' হলো শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে দেবীদুর্গার পূজারম্ভের প্রাক্কালে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী শরৎকাল দেবলোকের রাত্রি দক্ষিণায়নের অন্তর্গত। তাই এ সময় দেবপূজা করতে হলে, আগে দেবতার 'বোধন' (জাগরণ) করতে হয়। একাধিক পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাবণ বধের পূর্বে রাম, দেবীদুর্গার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বিল্ববৃক্ষতলে বোধনপূর্বক দুর্গাপূজা করেছিলেন। এ থেকেই দুর্গাপূজায় বোধন প্রচলিত হয়ে আসছে।

দুর্গাপূজা পদ্ধতি :ষষ্ঠী ও সপ্তমী পূজা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৭

প্রশ্ন ১১। 'নবপত্রিকা' পূজার কারণ ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৪]

উত্তর : দুর্গাপূজায় মহাসপ্তমী তিথিতে নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা অন্যতম একটি আচার।

নবপত্রিকা মূলত নয়টি গাছের সমাহার। এগুলো– কলা, দাড়িম্ব (ডালিম) ধান, হলুদ, মানচকু, বিলম্ব (বেল), অশোক এবং জয়ন্তী। একটি কলাগাছের সাথে অন্য গাছের চারা বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর শাড়ি পরানো হয়। একে বলে কলাবৌ। নবপত্রিকার মাধ্যমে দেবী দুর্গা নয়টি ভিন্ন নামে অধিষ্ঠিত। মূলত নবপত্রিকা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনদায়ী বৃক্ষকে পূজা করি। যার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের শক্তি, দেবীর শক্তি। মূলত এর মাধ্যমে দেবী দুর্গারই পূজা হয়ে থাকে।

মহা অষ্টমী পূজা ও কুমারী পূজা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬৮

প্রশ্ন ১২। কোন পূজার মধ্য দিয়ে নারীকে সম্মান দেখানো হয়? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '২৪; সি. বো. '২৪]

উত্তর : কুমারী পূজার মধ্য দিয়ে নারীকে সম্মান দেখানো হয়। দুর্গাপূজার সময় অষ্টমীর দিন কুমারী পূজা করা হয়। নারীকে মাতৃরূপে, ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটা বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। তাই কুমারী পূজা নারীদেরকে যথার্থ সম্মানদানের শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন ১৩। মেয়েকে মাতৃজ্ঞানে ভাবনার মধ্য দিয়ে যে পূজা করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '২৪]

উত্তর : মেয়েকে মাতৃজ্ঞানে ভাবনার মধ্য দিয়ে যে পূজা করা হয়, তাকে বলা হয় কুমারী পূজা। অষ্টমী পূজার দিন করা হয় কুমারী পূজা। আমাদের দেশে কেবল রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নারীকে মাতৃরূপে, ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটি বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ১৪। কুমারী পূজা কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '২৩]

উত্তর : মেয়েকে মাতৃজ্ঞানের ভাবনার মধ্য দিয়ে কুমারী পূজা করা হয়। কুমারী পূজার মাধ্যমে একজন কুমারী কন্যাকে আদ্যাশক্তির প্রতীকরূপে পূজা করা হয়। শাস্ত্র অনুসারে কুমারী পূজার জন্য এক বছর থেকে ষোল বছরের বালিকাদের মনোনীত করা হয়। নারীকে মাতৃরূপে ভাবনা মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। দুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমী তিথিতে কুমারী পূজার আয়োজন করা হয়।

দেবী কালী - কালী দেবীর পরিচয় ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭০

প্রশ্ন ১৫। দেবী কালীর আর এক নাম চামুণ্ডী বলা হয় কেন? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : দেবী কালী শিবের শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু পুরাণ অনুসারে কালী দেবীর নানা বর্ণনা আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লেখ আছে, তিনি বিভিন্ন রূপে অসুরদের ধ্বংস করে স্বর্গের দেবতাদের রক্ষা করেন। ইন্দ্রসহ সকল দেবতা, শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেবী অম্বিকার কাছে প্রার্থনা করেন। অম্বিকা ক্রোধে উন্মত্ত হলেন। তখন দুই রূপ হলো তার– অম্বিকা ও কালিকা বা কালী। শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চন্ড ও মুন্ডকে দেবী কালী বধ করেন। এ কারণে তার আর এক নাম হয় চামুন্ডা।

কার্তিক দেবের পরিচয়, পূজার ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭২

প্রশ্ন ১৬। কার্তিক দেবের পরিচয় দাও।

উত্তর : কার্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ভগবান শিব ও মা দুর্গার পুত্র। তিনি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম দেহ এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তার দেহ তপ্ত স্বর্ণের মতো। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কার্তিকের হাতে তির, ধনুক ও বল্লম দেখা যায়। তাঁর বাহন সুদৃশ্য পাখি ময়ূর। তিনি তারকাসুরকে বধ করেন এবং বলির পুত্র বানাসুরকেও পরাজিত করেন। তাঁর অন্য নাম স্কন্দ, মহাসেন, কুমার গুহ ইত্যাদি।

দেবী শীতলা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৭৪

প্রশ্ন ১৭। শীতলা দেবীর পূজার দুটি গুরুত্ব উপস্থাপন কর। [বি.কে.জি.সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]

উত্তর : শীতলা দেবীর পূজার দুটি গুরুত্ব হচ্ছে–

১. শীতলা দেবী বসন্ত রোগ থেকে আমাদের মুক্ত করে শীতল করেন। এ কারণে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন।

২. দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

পলাশপুর গ্রামে হঠাৎ বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা একত্রিত হয়ে এক বিশেষ পূজার আয়োজন করে এবং ভক্তিপূর্ণ মনে বিভিন্ন উপচারে, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম মন্ত্রের মধ্য দিয়ে পূজার কাজ সম্পন্ন করে।

ক. দেবতা বলতে কী বোঝ? ১

খ. লৌকিক দেবতার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রামবাসীরা কোন বিশেষ পূজার আয়োজন করে? উক্ত পূজার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে উক্ত পূজার প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১৩ ও ১৫

ক ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে বিশেষ আকারে বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে।

খ হিন্দুধর্মগ্রন্থ বেদ ও পুরাণে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের লৌকিক দেবতা বলা হয়। যেমন— মনসা, শীতলা দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রামবাসীরা শীতলা দেবীর পূজার আয়োজন করে। কারণ একমাত্র শীতলা দেবীই বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্ত করেন।

গ্রামবাসীরা বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা সবাই একত্রিত হয়ে দেবী শীতলার পূজার আয়োজন করে এবং ভক্তিপূর্ণ মনে বিভিন্ন উপাচারে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম মন্ত্রের মধ্য দিয়ে পূজার কাজ সম্পন্ন করে। হিন্দুধর্মের অগাধ বিশ্বাস অনুযায়ী শীতলা দেবীর কৃপায় কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। এজন্য সকলে শীতলা দেবীর আরাধনায় মত্ত হয়। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। পূজামন্দিরের নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহিতের মাধ্যমে শীতলা পূজা করা হয়। শীতলা পূজা পদ্ধতিতে পূজার সময় ঠান্ডা জাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ, কলা ও অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় উপকরণ দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়। এ পূজায় সকল শ্রেণির ভক্তরা অংশগ্রহণ করে থাকে।

ঘ সাধারণত শীড়লা দেবী বসন্ত রোগের জ্বালা নিবারণ করে শীতল করেন বলে শীতলা নামে পরিচিত। বসন্ত ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেও শীতলা পূজা করা হয়। শীতলা পূজায় সকল শ্রেণির ভক্তরা অংশগ্রহণ করে থাকে। শীতলা দেবী বসন্ত রোগ থেকে মুক্ত করেন বলে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন থাকি। কাজেই শীতলা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা সেবামূলক কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হই।

দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। তিনি নিম পাতা বহন করেন। নিমবৃক্ষ রোগ প্রতিরোধকারী বলে আমরা নিমগাছ রোপণ করতে পারি। তাই রোগপ্রতিরোধকারী বলে আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে শীতলা পূজার প্রভাব অনস্বীকার্য।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ২ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

শিবু দুর্গাপূজার কোনো একদিন লক্ষ করল মন্দিরে একটি মেয়ের পূজা করছে। সে বিষয়টি পুরোহিত মহাশয়ের কাছে জানতে চাইলে পুরোহিত মহাশয় তাকে বুঝিয়ে বলেন। অন্যদিকে, সুভাষও দুর্গাপূজার কোনো একদিন লক্ষ করল মায়েরা দেবী দুর্গাকে সিঁদুর পরাচ্ছেন। পরস্পর আলিঙ্গন করছেন, মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। এ উপলক্ষ্যে মেলারও আয়োজন করা হয়েছে।

ক. পূজা কাকে বলে? ১

খ. 'নবপত্রিকা' পূজার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিবু দুর্গাপূজার যে বিশেষ তিথিটি লক্ষ করেছিল তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. সুভাষ দুর্গাপূজার যে তিথিটির আনুষ্ঠানিকতা লক্ষ করেছিল তার প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ৭

ক দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে 'পূজা' বলে।

খ দুর্গাপূজায় মহাসপ্তমী তিথিতে নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা অন্যতম একটি আচার।

নবপত্রিকা মূলত নয়টি গাছের সমাহার। এগুলো হলো— কদলী (কলা), দাড়িম্ব (ডালিম), ধান্য (ধান), হরিদ্রা (হলুদ), মানক (মানকচু), বিল্ব (বেল), অশোক এবং জয়ন্তী। একটি কলাগাছের সাথে অন্য গাছের চারা বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর শাড়ি পরানো হয়। একে বলে কলাবৌ। নবপত্রিকার মাধ্যমে দেবী দুর্গা নয়টি ভিন্ন নামে অধিষ্ঠিত। মূলত নবপত্রিকা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনদায়ী বৃক্ষকে পূজা করি। যার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের শক্তি, দেবীর শক্তি। মূলত এর মাধ্যমে দেবী দুর্গারই পূজা হয়ে থাকে।

গ শিবু দুর্গাপূজার যে বিশেষ তিথিটি লক্ষ করেছিল তা হচ্ছে মহা অষ্টমী তিথি।

শারদীয় দুর্গা উৎসবে অষ্টমী পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দিনে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করে বিজয় লাভ করেছিলেন। তাই দেবী দুর্গা তথা নারীশক্তিকে সম্মান জানাতে অষ্টমীর দিনে কুমারী পূজা করা হয়। আমাদের দেশে কেবল রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নারীকে মাতৃরূপে, ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটি বড় দিক। কুমারী পূজার মধ্য দিয়ে মূলত দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। নারী আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশবিশেষ। নারীকে তাই মাতৃরূপে ভাবা হয়। কুমারী পূজায় এভাবে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যার ফলে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়।

উদ্দীপকের শিবু দুর্গাপূজার কোনো একদিন লক্ষ করল মন্দিরে একটি মেয়ের পূজা করছে। এখানে মহা অষ্টমী তিথিতে অনুষ্ঠিত কুমারী পূজার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই বলা যায়, শিবু দুর্গাপূজার মহা অষ্টমী তিথিটি লক্ষ করেছিল।

ঘ সুভাষ দুর্গাপূজার যে তিথিটির আনুষ্ঠানিকতা লক্ষ করেছিল তা হচ্ছে দশমী তিথি বা দশমী পূজা।

দশমী তিথিতে পূজাবিধি অনুসারে দেবী দুর্গার দশমীবিহিত পূজা করা হয়। দশমীর দিনে দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন হয়। পূজার দশমীকে বলা হয় বিজয়া দশমী। এদিন দেবীকে সিঁদুর পরানো, মিষ্টিমুখ করানো এবং বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয়। সধবা নারীরা একে অপরের কপালে সিঁদুর পরায়, আলিঙ্গন করে ও দীর্ঘায়ু কামনা করে যা আমরা উদ্দীপকেও দেখতে পাই।

আমাদের জীবনে বিজয়া দশমীর প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সম্প্রতির দুর্গাপূজার প্রভাবে অন্যায়-অবিচারকে প্রতিহত করার শক্তি জাগ্রত হয়। ধর্ম-বর্ণ, উঁচু-নীচু সকলে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে একাত্ম হয়। যা সম্প্রতির সৃষ্টি করে। একে অপরকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং ঐক্য গড়ে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় যা আর্থসামাজিক দিকেও ভূমিকা রাখে। দুর্গাপূজাকে অবলম্বন করে পত্রপত্রিকায় পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলা যায়, এ দশমী বিজয়ের দিন। অন্যায় ও অশুভকে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন। সব মিলিয়ে বিজয়া দশমী এক মিলন মহোৎসব এবং আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার অপূর্ব সম্মিলন।

প্রশ্ন ৩ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৪

মিতাদের বাড়িতে কার্তিক মাসের এক বিশেষ তিথিতে একজন দেবতার পূজা করা হয়। তার বাহন ময়ূর। মিতার ভাই ও বৌদির সন্তান কামনায় এ দেবতার পূজার আয়োজন করে। আর মুকুলদের বাড়িতে শ্রাবণ মাসে যে দেবীর পূজা করা হয় তার বাহন গর্দভ। উভয় গৃহেই ভক্তিভরে দেব-দেবীর পূজা করা হয়।

ক. পূজা শব্দের অর্থ কী? ১

খ. লৌকিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মুকুলদের বাড়িতে যে দেবীর পূজা করা হয় তার পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. মিতাদের বাড়িতে পূজিত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১৩ ও ১৯

ক পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জানানো, যা পুষ্প কর্মের মধ্য দিয়ে অর্চনা বা উপাসনার মাধ্যমে করা হয়।

খ হিন্দুধর্মগ্রন্থ বেদ ও পুরাণে যেসব দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের লৌকিক দেবতা বলা হয়। যেমন— মনসা, শীতলা দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

গ মুকলদের বাড়িতে শীতলা দেবীর পূজা করা হয়। শীতলা দেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো–

পরিচয় : শীতলা লৌকিক দেবী। সাধারণভাবে এ দেবী বসন্ত রোগের জ্বালা নিবারণ করে শীতল করেন বলে শীতলা নামে পরিচিত হয়েছেন। দেবী শীতলা কুমারী, মাথায় কুলাকৃতির মুকুট এবং গদর্ভের ওপর উপবিষ্ট। গদর্ভ তার বাহন। স্কন্দপুরাণে শীতলা দেবী শ্বেতবর্ণা ও দু'হাতবিশিষ্ট। তার দু'হাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনীধারণী। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করেন।

পূজা পদ্ধতি : সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। পূজার সময় ঠান্ডাজাতীয় ফল, যেমন– পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ, কলা ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় উপকরণ দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়।

পূজার প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।

মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্।

সরলার্থ : গদর্ভ বাহন মার্জনী (ঝাঁটা) ও কলস-হস্তা-শীতলা দেবীকে প্রণাম করি।

ঘ মিতাদের বাড়িতে পূজিত দেবতা হলেন কার্তিক। কার্তিক দেবের পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

কার্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তার বাহন সুদৃশ্য পাখি ময়ূর। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজার আয়োজন করা হয়। নিচে কার্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব তুলে ধরা হলো–

১. কথায় বলে কার্তিকের মতো চেহারা। অর্থাৎ কার্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। এ কারণে কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন।

২. কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। এজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়।

৩. কার্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা। কিন্তু সমাজের ন্যায়, অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তিনি তারকাসুর পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা কার্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি। তাঁকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি।

৪. আমাদের সকলকেই কার্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাস্তবজীবনে কার্তিক পূজার প্রভাব অপরিসীম।

প্রশ্ন ৪ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। এ দেবীর পূজা অমাবস্যা তিথিতে গভীর রাতে করা হয়। গলায় থাকে নরমুণ্ডের মালা। তিনি ভয়ংকর চন্ড-মুন্ডাকে বধ করেন। অপরদিকে, ইমার বিবাহ হয়েছে অনেক বছর হলো। ইমার কোনো সন্তান হয়নি। তাই সে গুরুদেবের কথামতো এক বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তানলাভ করে। বর্তমানে স্বামী সন্তান নিয়ে সুখেই বাস করছে।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. পুরোহিত কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য যে দেবীর পূজা করে উক্ত দেবীর পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ইমা যে বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করেছে উক্ত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১০ ও ১৯

ক বেদে ও পুরাণে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়নি কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন তাঁদেরকে লৌকিক দেবতা বলা হয়।

খ পূজায় যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন, তার নাম পুরোহিত। পুরোহিত শব্দটি 'পুরস্' (পুরঃ) এবং 'হিত' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। পুরস্ শব্দের অর্থ সম্মুখে এবং 'হিত' শব্দের অর্থ অবস্থান। অর্থাৎ পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পরিচালনায় যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পূজার সময় অগ্রভাগে থাকেন, তাঁকে পুরোহিত বলে। সাধারণত যজমান পূজা করে দেওয়ার জন্য পুরোহিতকে আমন্ত্রণ করে আনেন।

গ উদ্দীপকে মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য দেবী কালীর পূজা করেন। নিচে দেবী কালীর পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করা হলো—
দেবী কালী দুর্গাদেবীর মতো শক্তির দেবী। তিনি অসুর বিনাশে ভয়ংকরী। পৃথিবীর সকল অন্যায় ও অত্যাচার দূর করার জন্য দেবী কালী অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করেন। তিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চন্ড ও মুন্ডকে বধ করেন।
কালী ভগবান শিবের সহধর্মিণী এবং বিশেষ শক্তি। তিনি কাল ও মৃত্যুর দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার কারণে তাকে শ্মশান কালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এছাড়াও দেবী কালীর অনেক নাম রয়েছে। যেমন— ভদ্র কালী, দক্ষিণা কালী, মা তারা, শ্যামা, মহাকালী ইত্যাদি।
দেবী কালীর পূজা সাধারণত অমাবস্যার রাতে করা হয়। বিভিন্ন ধরনের মহামারি যেমন— বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবসহ ঝড়, বন্যা খরা প্রভৃতিসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়।
উদ্দীপকেও দেখা যায়, মিনতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক বিশেষ দেবীর পূজা করে যা অমাবস্যা তিথিতে গভীর রাতে করা হয়। তার গলায় নরমুন্ড মালা। তিনি ভয়ংকর চন্ডা মুন্ডাকে বধ করেন। মিনতির এই বিশেষ দেবীর সাথে দেবী কালীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যা উপরে আলোচিত বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের ইমা কার্তিক দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে। দেবতা কার্তিকের পূজার প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে কার্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব তুলে ধরা হলো—

১. কথায় বলে কার্তিকের মতো চেহারা। অর্থাৎ কার্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। এ কারণে কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন।
২. কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। এজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়।
৩. কার্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা। কিন্তু সমাজের, অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তিনি তারকাসুরকে পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা কার্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি। তাকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি।
৪. আমাদের সকলকেই কার্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আমাদের বাস্তবজীবনে কার্তিক পূজার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ৫ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসী এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। এ পূজাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ধনী-গরিব শ্রেণিভেদে নতুন জামাকাপড় পরে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে, মালতী দেবীর বিবাহের এক যুগ পার হয়েছে কিন্তু তার কোনো সন্তান হয়নি। সন্তান লাভের আশায় বিশেষ এক দেবতার পূজা করে। এতে করে এক বছরের মধ্যে মালতীর কোল আলো করে ফুটফুটে সন্তানের জন্ম হয়।

ক. বৈদিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. কোন পূজার মধ্য দিয়ে নারীকে সম্মান দেখানো হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসীরা যে বিশেষ দেবীর পূজা করে, উক্ত দেবীর পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মালতী যে বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে উক্ত দেবতার পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল ৪ ও ১৯

৫নং প্রশ্নের উত্তর :

ক বেদে যেসব দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়।

খ কুমারী পূজার মধ্য দিয়ে নারীকে সম্মান দেখানো হয়। দুর্গাপূজার সময় অষ্টমীর দিন কুমারী পূজা করা হয়। নারীকে মাতৃরূপে, ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটা বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবে পারিবারিক ও সমাজজীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। তাই কুমারী পূজা নারীদেরকে যথার্থ সম্মানদানের শিক্ষা দেয়।

গ দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসীরা যে বিশেষ দেবীর পূজা করে, তিনি হলেন দুর্গা দেবী।
দুর্গা শব্দের অর্থ হলো দুর্গতিনাশিনী দেবী অর্থাৎ এ মহাবিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বিনাশকারিণী দেবী। দুর্গাপূজা বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, গ্রামবাসীরা যে দেবীর পূজা করেন, সেই পূজা উৎসবটির বর্ণনাও একই। তাই এটি নিশ্চিত যে, উক্ত গ্রামবাসী মাতা দুর্গার পূজা করছেন। নিচে দেবী দুর্গার পরিচয় বর্ণনা করা হলো—
দেবী দুর্গা দশভুজা। দশটি হাত বা ভুজ বলেই দুর্গার এক নাম দশভুজা। তার তিনটি চোখ রয়েছে। এজন্য তাকে ত্রিনয়না বলা হয়। তার বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের ওপর অবস্থিত চোখ— জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে। তার দশ হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে যা শক্তির প্রতীক এবং শক্তিধর প্রাণী সিংহ তার বাহন। দেবী হিসেবে দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালি হলুদ। তিনি তার দশ হাত দিয়ে দশ দিক থেকে সকল অকল্যাণ দূর করেন এবং আমাদের কল্যাণ করেন। দেবী দুর্গার ডান দিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি। বামদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো হলো খেটক (ঢাল), পূর্ণচাপ (ধনুক), পাশ, অঙ্কুশ, ঘন্টা, পরশু (কুঠার)। এসব অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক। দেবী দুর্গা অনেক অসুরকে বধ করে সত্য, ধর্ম ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন— দুর্গম ও মহিষাসুর প্রভৃতি অসুরকে মা দুর্গা বধ করেন।

ঘ মালতী যে বিশেষ দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে তিনি হলেন কার্তিক।
কার্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ভগবান শিব ও মা দুর্গার পুত্র। দেবতা কার্তিক অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম দেহ এবং অসীম শক্তির অধিকারী।
কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজার আয়োজন করা হয়। কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন। আমরা উদ্দীপকেও মালতীকে সন্তান লাভের আশায় এক বিশেষ দেবতার পূজা করতে দেখি যার ফলে মালতী এক ফুটফুটে সন্তানের জন্ম দেন। কথিত আছে, দেবকী কার্তিকের ব্রত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।
মানবজীবনে কার্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। কার্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। এ কারণে কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন। কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। এজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়। কার্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা। কিন্তু সমাজের অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তিনি তারকাসুরকে পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা কার্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি। তাকে অনুসরণ করে

বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি। আমাদের সকলকেই কার্ত্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

তাই এ কথা বলা যায় যে, মালতীর দ্বারা পূজিত দেবতা কার্ত্তিকের পূজার যথার্থ গুরুত্ব ও প্রভাব রয়েছে।

প্রশ্ন ৬ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৪

তথ্যসূত্র-১ : শিমলা ও মানস দম্পতি তাদের মনোবাসনা পূরণের জন্য হেমন্তকালের সংক্রান্তিতে এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন।

তথ্যসূত্র-২ : মহেশপুর গ্রামের লোকেরা ঔষধিবৃক্ষ হাতে এক দেবীর পূজা করেন।

ক. পূজা কাকে বলে? ১

খ. নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় কোন পূজার মধ্য দিয়ে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্যসূত্র-১-এ কোন দেবতার পূজার কথা বলা হয়েছে? উক্ত দেবতার পরিচয় পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্যসূত্র-২-এ গ্রামবাসী যে দেবীর পূজা করছেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১৫ ও ১৭

ক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে বা দেব-দেবীর কাছে মাথা নত করার মাধ্যমে এবং তাদের সান্নিধ্য লাভের জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে পূজা বলে।

খ নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় কুমারী পূজার মাধ্যমে।

নারীকে মাতৃজ্ঞানের ভাবনার মধ্য দিয়ে কুমারী পূজা করা হয়। কুমারী পূজার মাধ্যমে একজন কুমারী কন্যাকে আদ্যাশক্তির প্রতীকরূপে পূজা করা হয়। শাস্ত্র অনুসারে কুমারী পূজার জন্য এক বছর থেকে ষোল বছরের বালিকাদের মনোনীত করা হয়। নারীকে মাতৃরূপে ভাবনা মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। দুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমী তিথিতে কুমারী পূজার আয়োজন করা হয়।

গ তথ্যসূত্র-১ এ যে দেবতার পূজার কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন পৌরানিক দেবতা কার্ত্তিক।

উদ্দীপকে হেমন্তকালের সংক্রান্তিতে শিমলা ও মানস দম্পতি তাদের মনোবাসনা পূরণের জন্য এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন। হেমন্তকাল হলো কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস নিয়ে। আর কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতেই কার্ত্তিক দেবতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাই এটি নিশ্চিত যে, উদ্দীপকের দম্পতি কার্ত্তিক দেবতারই পূজা করেছেন। নিচে পাঠ্য বইয়ের আলোকে কার্ত্তিক দেবের পরিচয় বর্ণনা করা হলো—

কার্ত্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ভগবান শিব এবং মা দুর্গার পুত্র। পুরাণে বলা হয়েছে, তারকাসুরকে বধ করার জন্য কার্ত্তিকের জন্ম হয়েছিল। স্বর্গরাজ্যে উদ্ধার করার জন্য স্বর্গের দেবতারা তাঁকে সেনাপতিরূপে বরণ করেন। তাঁর দেহবর্ণ তপ্ত স্বর্ণের মতো। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কার্ত্তিকের হাতে তীর, ধনুক ও বল্লম দেখা যায়। তার বাহন সুদৃশ্য পাখি ময়ূর। কার্ত্তিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলেন। তিনি বলির পুত্র বানাসুরকেও পরাজিত করেছিলেন। কার্ত্তিকের অন্য নাম স্কন্দ, মহাসেন, কুমার গুহ ইত্যাদি। স্কন্দপুরাণ কার্ত্তিককে নিয়ে রচনা করা হয়েছে। কার্ত্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন। কথিত আছে, দেবকী কার্ত্তিকের ব্রত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন।

ঘ তথ্যসূত্র-২ এ গ্রামবাসী যে দেবীর পূজা করছেন তিনি হলেন দেবী শীতলা।

শীতলা লৌকিক দেবী। শীতলা পুরাণে গৃহীত হয়ে পৌরাণিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন। তাঁর দুহাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনীধারনী। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতলা জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করেন। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। নিমবৃক্ষকে এক ধরনের ঔষধিবৃক্ষও বলা হয়। আমরা তথ্যসূত্র-২ এ দেখতে পাই, গ্রামবাসী যে দেবীর পূজা করছেন তাঁরও হাতে ঔষধিবৃক্ষ আছে। তাই এটি নিশ্চিত যে, তারা দেবী শীতলার পূজা করছেন। নিচে শীতলা দেবীর পূজার গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো—

শীতলা দেবী বসন্ত রোগ থেকে আমাদের মুক্ত করে আমাদের শীতল করেন। এ কারণে তিনি সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। শীতলা পূজার মাধমে আমরা স্বাস্থ্য বিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি।

দেবী শীতলার দুই হাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনী। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করে শীতল করেন। আমরাও বসন্তে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করে তাদের শীতল করব। শীতলা পূজার মধ্য দিয়ে আমরা এ ধরনের সেবামূলক কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হই। কখনো কখনো তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম বৃক্ষ রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। আমরা বাড়ির আঙ্গিনায় রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম গাছ রোপণ করতে পারি।

পরিশেষে বলা যায়, নানা প্রকার রোগ ব্যাধি হতে মুক্ত থেকে সুস্থ ও সুখ সমৃদ্ধ জীবনযাপন করাই শীতলা পূজার মূল উদ্দেশ্য। তাই এ পূজার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ৭ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৪

দৃশ্যকল্প-১ : অনাবৃষ্টির কারণে অধীর বাবুদের এলাকায় ভালো ফসল হয়নি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এলাকাবাসীগণ এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : পাঁচদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত পূজায় প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে প্রতিমাকে ফুল-দূর্বা নিবেদন করছেন।

ক. যজমান কাকে বলে? ১

খ. "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১-এ অধীর বাবু কর্তৃক আয়োজিত পূজার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২-এ প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটির গুণাবলির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ১০

ক যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে।

খ 'একং সদ্ বিপ্রা 'বহুধা বদন্তি।' অর্থাৎ এক, অখন্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মাকে বিপ্রগণ ও জ্ঞানীরা বহুনামে বর্ণনা করেছেন।

ঈশ্বর সীমাহীন গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাকে দেবতা বলে। তারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নয়। দেবতারা ঈশ্বরের গুণ বা শক্তির প্রকাশ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাই ঋগবেদে বলা হয়েছে 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

গ দৃশ্যকল্প-১ এ অধীর বাবু কর্তৃক আয়োজিত পূজাটি হলো কালীপূজা।

কালীপূজা সাধারণত কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে করা হয়। পূজার দিন সন্ধ্যার সময় দীপাবলির আয়োজন করা হয় যা দেয়ালী নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের মহামারীর (বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব, ঝড়, বন্যা খরা প্রভৃতির) সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়। ঠিক যেমনটা আমরা উদ্দীপকে অধীর বাবুদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। অনাবৃষ্টি অর্থাৎ খরার কারণে ভালো ফসল না হওয়ায় তারা কালীপূজা করে।

কালীপূজার পদ্ধতি : দুর্গাপূজার মতো কালীপূজাও গৃহে বা মণ্ডপে করা হয় প্রতিমা নির্মাণ করে। দেবীর চক্ষু ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কালীপূজা শুরু হয়। তারপর দেবী কালীকে ধ্যান, পূজা আরতি, ভোগ প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করা হয় এবং সবশেষে দেবীকে প্রণাম করা হয় ও প্রার্থনা করা হয় মা-কালী যেন সংসার থেকে সকল অশুভকে দূর করেন।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ প্রতিমার সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটি হচ্ছেন পুরোহিত। একজন পুরোহিতকে যথার্থ গুণের অধিকারী হতে হয়।

পুরোহিত শব্দটি পুরস্ এবং হিত শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'পুরস্' অর্থ সম্মুখে 'হিত' অর্থ অবস্থান, যিনি পূজা অর্চনার অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং সকলের অগ্রভাগে থেকে পূজা কার্যাদি সম্পন্ন করেন তাকে পুরোহিত বলা হয়। যেমনটা আমরা উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ দেখতে পাই। সেখানে পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত পূজায় প্রক্রিয়ার সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে প্রতিমাকে ফুলদূর্বা নিবেদন করছেন। উক্ত ব্যক্তির দ্বারা মূলত পুরোহিতকেই বোঝানো হয়েছে।

পুরোহিত একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাই পুরোহিত হওয়ার জন্য বিশেষ কতকগুলো নৈতিক গুণ থাকা প্রয়োজন। নিচে পুরোহিতের গুণাবলিসমূহ তুলে ধরা হলো—

১. হিন্দুধর্মাবলম্বী যেকোনো বর্ণের মানুষের পৌরহিত্য করার সামর্থ্য।
২. সংস্কৃত ভাষা লেখা ও পড়ার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা।
৩. হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান।
৪. নিত্যকর্ম ও পূজাবিধি সম্পর্কে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ও ধারণা।
৫. ধর্মশাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় রীতিনীতি ও প্রথার ওপর অভিজ্ঞতা।
৬. শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণের দক্ষতা।
৭. সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মানুরাগী, প্রগতিশীল ও জনসাধারণের প্রতি মমত্ববোধ।
৮. বিভিন্ন পূজা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান-নিয়মনীতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।
৯. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।
১০. আচরণগত দিক থেকে ধৈর্যশীল, সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং কথা ও কাজের সমন্বয়।
১১. শিষ্টাচারসম্পন্ন ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া।

উপরিউক্ত নৈতিক গুণগুলো একজন পুরোহিতের থাকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ৮ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৪

উদ্দীপক-১ : প্রহ্লাদ বাবু প্রতিবছর নিজ বাড়িতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং নিজের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। উক্ত পূজার আগমনী উপলক্ষ্যে মহালয়া উদ্‌যাপন করা হয়।

উদ্দীপক-২ : শশাঙ্ক বাবু নিজ গ্রামে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে এক বিশেষ দেবীর পূজা করেন। উক্ত পূজার মাধ্যমে আর্থসামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে বিভিন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ক. লৌকিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. দেব-দেবী বলতে কী বোঝায়? ২
গ. প্রহ্লাদ বাবুর বাড়িতে কোন পূজার ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত পূজার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. শশাঙ্ক বাবুর গ্রামে কোন দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়? উক্ত পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৫ ও ১২

ক বেদে ও পুরাণে যেসব দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাদের পূজা করেন, তাদের বলা হয় লৌকিক দেবতা।

খ ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাকে দেব-দেবী বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। তারা ঈশ্বরের অংশ মাত্র। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ।

গ প্রহ্লাদ বাবুর বাড়িতে যে পূজার ইঙ্গিত বহন করে সেটি হলো দুর্গাপূজা।

উদ্দীপকে প্রহ্লাদ বাবু প্রতিবছর নিজ বাড়িতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং নিজের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য দুর্গাপূজা করে থাকেন, যার আগমনী উপলক্ষ্যে মহালয়া উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত পূজার পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো— আশ্বিন মাসের শুক্লাপক্ষে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিনের ৬ষ্ঠ তিথিতে বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হয়। সপ্তমী পূজার মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাসহ সকল প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর নবপত্রিকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পরদিন অর্থাৎ অষ্টমীর দিন হয় মহা অষ্টমী পূজা। এদিনে দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এদিন কুমারী পূজাও করা হয়ে থাকে। এদিনে বিধিসম্মতভাবে অষ্টমীবিহিত পূজা করে দেবী দুর্গার কৃপা প্রার্থনা করা হয়। পরদিন নবমী পূজা করা হয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে ১০৮টি মাটির প্রদীপ জ্বেলে সন্ধিপূজা হয়। এরপর দিন বিজয়া দশমী। দশমী তিথিতে দশমীবিহিত দুর্গাপূজা করা হয় এবং বিসর্জনের মাধ্যমে পূজা সমাপ্ত করা হয়।

উপর্যুক্ত সব নিয়মকানুন মেনে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উদ্দীপকের প্রহ্লাদ বাবু এভাবেই তার নিজ বাড়িতে দুর্গাপূজার আয়োজন করতেন।

ঘ এই কালীপূজার রয়েছে ব্যাপক প্রভাব যার মাধ্যমে আমরা কতিপয় শিক্ষা লাভ করতে পারি।

দেবী কালী হলেন শক্তির দেবী। তিনি অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কল্যাণে নিয়োজিত। তাঁর নিকট থেকে আমরা মঙ্গল সাধন করার শিক্ষা পাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর, সহজের কাছে কোমল হওয়ার শিক্ষা পাই। তিনি অন্যায়কারীর কাছে রাগী ও ভয়ংকরী হওয়ার শিক্ষা দেন। অন্যদিকে ভক্তের কাছে তিনি স্নেহময়ী জননী হয়ে থাকার কথা বলেন।

দেবী কালী সকল অশুভ শক্তি ধ্বংস করেন এবং সকলের মধ্যে মঙ্গলবার্তা ছড়িয়ে দেন। ফলে জীব ও জগতের কল্যাণ সাধিত হয়। কালীপূজা সর্বজনীন পূজা হওয়ায় সমাজের সকলে এ পূজায় অংশগ্রহণ করে। যার ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সৌজন্যমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ পূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করা হয়। যা মানুষের আর্থিক কল্যাণে ভূমিকা রাখে। পরিশেষে বলা যায়, কালীপূজা মানুষের আত্মিক, জাগতিক, নৈতিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৯ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. পূজা কাকে বলে? ১
খ. মেয়েকে মাতৃজ্ঞানে ভাবনার মধ্য দিয়ে যে পূজা করা হয় তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১-এ উপবিষ্ট ব্যক্তিটির গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-২-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল ১ ও ৭

৯নং প্রশ্নের উত্তর :

ক দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে 'পূজা' বলে।

খ মেয়েকে মাতৃজ্ঞানে ভাবনার মধ্য দিয়ে যে পূজা করা হয়, তাকে বলা হয় কুমারী পূজা। অষ্টমী পূজার দিন করা হয় কুমারী পূজা। আমাদের দেশে কেবল রামকৃষ্ণ মঠে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নারীকে মাতৃরূপে, ঈশ্বরীরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটি বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয়।

গ চিত্র-১-এ উপবিষ্ট ব্যক্তিটি হলেন পুরোহিত। পুরোহিত একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি পারিবারিক ও সামাজিক পূজা-অর্চনা পরিচালনা করে থাকেন। পুরোহিতের নানা ধরনের গুণাবলি রয়েছে।

হিন্দুধর্মাবলম্বী যেকোনো বর্ণের মানুষের পৌরোহিত্য করার সামর্থ্য রয়েছে। সংস্কৃত ভাষা লেখা ও পড়ার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আছে। নিত্যকর্ম ও পূজাবিধি সম্পর্কে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ও ধারণা আছে। ধর্মশাস্ত্রে এবং শাস্ত্রীয় রীতিনীতি ও প্রথার ওপর অভিজ্ঞতা আছে। শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণের দক্ষতা, বিভিন্ন পূজা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, নিয়মনীতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। পুরোহিত আচরণগত দিক থেকে ধৈর্যশীল, সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং শিষ্টাচারসম্পন্ন ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

ঘ চিত্র-২-এ বিজয়া সিঁদুর পরানো আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে দশমীর তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো—

দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিজয়া দশমী। বিজয়া দশমীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও আচার পালন করা হয়। এ সময় দেবীকে সিঁদুর পরানো, মিষ্টি মুখ করানো এবং বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয়। সধবা নারীরা একে অন্যের কপালে সিঁদুর পরান ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এছাড়াও বিজয়া দশমীর ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে। মহিষাসুরকে বধ করার মধ্য দিয়ে বিজয় উৎসব পালিত হয়। সুতরাং এ দশমী বিজয়ের দিন। অন্যায়কে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন। দেবী দুর্গা দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ। তাই দুর্গাপূজা তথা বিজয়া দশমী ঐক্যের প্রতীক। বিজয়া দশমী পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে সকল প্রকার অশুভ শক্তিকে দূর করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দান করে।

অতএব বলা যায়, মানবজীবনে বিজয়া দশমীর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১০ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

সুবল বাবু দুর্গাপূজার পর কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অমাবস্যা তিথিতে এক বিশেষ দেবীর পূজার আয়োজন করেন। উক্ত পূজার মাধ্যমে বিভিন্ন মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অন্যদিকে, প্রেয়া দেবী সন্তান-সন্ততি কামনায় এক বিশেষ দেবতার পূজা করেন। ওই পূজার মাধ্যমে তিনি নম্র ও বিনয়ী সন্তান লাভ করেন।

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. দেব-দেবীর ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পূজা পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৩
ঘ. প্রেয়া দেবীর পূজার প্রভাব ও গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১০ ও ১৯

ক পুরাণে যেসব দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি।

খ ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাকে দেবতা বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ। দেবতাদের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার জন্য তাদের পূজা করা হয়। দেবতাদের পূজা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং অভীষ্ট দান করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পূজা হলো দেবী কালীর পূজা।

কালীপূজা সাধারণত অমাবস্যার রাতে করা হয়। কালীপূজা দুর্গাপূজার পর কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন সন্ধ্যায় দীপাবলি আয়োজন করা হয় যা দেয়ালি নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের মহামারির (বসন্ত, কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব, ঝড় খরা প্রভৃতি) সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়। ঠিক যেমনটা আমরা উদ্দীপকের আলোচনায় দেখতে পাই।

দুর্গাপূজার মতো কালীপূজাও গৃহে বা মন্ডপে প্রতিমা নির্মাণ করে সম্পন্ন করা হয়। দেবীর চক্ষুদান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই কালীপূজা শুরু হয়। দেবী কালীকে ধ্যান, পূজা, আরতি, ভোগ প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করে সবশেষে প্রণাম করা হয়। এভাবে কালীপূজা সম্পন্ন করা হয়।

ঘ প্রেয়া দেবী কার্তিক পূজা করেন। কার্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। নিচে প্রেয়া দেবীর কার্তিক পূজার প্রভাব ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করা হলো—

কথায় বলে, কার্তিকের মতো চেহারা, অর্থাৎ কার্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। এ কারণে কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন। কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। এজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়। কার্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা। কিন্তু সমাজের ন্যায়, অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তিনি তারকাসুরকে পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা কার্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি। তাকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি। আমাদের সকলকেই কার্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রেয়া দেবী সন্তান-সন্ততি কামনায় কার্তিক দেবতার পূজা করেন। যার ফলে তিনি নম্র ও বিনয়ী সন্তান লাভ করেন। সুতরাং বলা যায়, বাস্তবজীবনে কার্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১১ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৩

চয়নদের গ্রামের মন্দিরে দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য গ্রামবাসী বিশেষ এক দেবীর পূজা করে। এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ধনী-গরিব সকলে সাধ্যমত ছেলেমেয়েদের নতুন জামা-কাপড় কিনে দেয়। সকলে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে, কাকলীদের পাড়ায় প্রায় প্রতি পরিবারের লোক অসুস্থ। তাদের শরীরে জলভরা ফোট উঠেছে এবং শরীরে প্রচন্ড ব্যাথা। এ রোগ থেকে মুক্তির জন্য পাড়ার লোকজন তিতাপাতা বহনকারী এক বিশেষ দেবীর পূজার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ করে।

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১
খ. প্রকৃতপক্ষে কীসের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চয়নদের গ্রামের মন্দিরে গ্রামবাসী যে দেবীর পূজা করে উক্ত দেবীর রূপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কাকলীদের পাড়ার লোকজন যে দেবীর পূজার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ করে উক্ত দেবীর পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪ ও ১৫

ক পুরাণে যেসব দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের পৌরাণিক দেবতা বলে।

খ ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়। আমাদের জীবনকে কল্যাণময়, সুখময় ও আনন্দময় রাখার জন্য বিভিন্ন মাঙ্গলিক ধর্মাচার পালন করে থাকি। সংক্রান্তি পূজা-পার্বণ, বর্ষবরণ, রথযাত্রা সকলের অংশগ্রহণ ও আনন্দ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে উৎসবের সৃষ্টি হয়।

গ চয়নদের গ্রামের মন্দিরে গ্রামবাসীরা যে দেবীর পূজা করে তিনি হচ্ছে দুর্গাদেবী। এ দেবীর রূপ বড়ই আকর্ষনীয়।

দেবী-দুর্গা দশভূজা অর্থাৎ তার দশটি হাত রয়েছে। তিনটি চোখ আছে বলে তাকে ত্রিনয়না বলা হয়। বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কপালের উপর অবস্থিত চোখ জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে। তার দশ হাতে দশটি অস্ত্র থাকে। তিনি বাহন হিসেবে শক্তির ধারক সিংহকে ব্যবহার করেন। দেবী দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালী হলুদ। দেবী দুর্গার ডান দিকের পাঁচ হাতে আছে ত্রিশূল, খড়গ, চক্র, বাণ ও শক্তি নামক অস্ত্র এবং বাম দিকের হাতে আছে শঙ্খ, খেটক, ঘণ্টা, অঙ্কুশ ও পাশ নামক অস্ত্র। তিনি দশ হাত দিয়ে দশদিকের সকল অকল্যাণ দূর করে আমাদের কল্যাণ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, দেবীদুর্গা মহাবিশ্বের যাবতীয় দুঃখদুর্দশা বিনাশ করেন বলে চয়নদের গ্রামের মন্দিরে সকলে এ পূজায় অংশগ্রহণ করে।

ঘ কাকলীদের পাড়ার লোকজন যে দেবীর পূজার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ করে তিনি হলেন দেবী শীতলা।

দেবী শীতলাকে ঠাকুরানি জাগরণী, করুণাময়ী, দয়াময়ী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। শীতলা কুমারী এবং মাথায় কুলাকৃতির মুকুট। গর্দভ তাঁর বাহন। স্কন্দপুরাণে শীতলা দেবী শ্বেতবর্ণা ও দুহাত বিশিষ্ট। তার দুহাতে রয়েছে পূর্ণকুম্ভ ও সম্মার্জনীধারণী। তিনি এই সম্মার্জনীর মাধ্যমে অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করেন। কখনো কখনো তিনি নিমপাতা ধারণ করেন। 'নিম' রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। তার পূজায় ঠান্ডা জাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। উদ্দীপকে কাকলীদের পাড়ায় লোকজন তিতাপাতা বহনকারী যে দেবীর পূজার মাধ্যমে রোগমুক্তি লাভ করে। তিনি দেবী শীতলা। দেবী তার হাতের সম্মার্জনীর মাধ্যমে রোগ, তাপ শোক দূর করে শীতল করেন। তিনি বসন্ত রোগ থেকেও আরোগ্য লাভ করতে সাহায্য করেন। আবার দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি, পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। আবার দেবী, নিমপাতা বহন করেন। যা আমাদের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। অর্থাৎ এক কথায় বললে বলা যায়, দেবী শীতলার আশীর্বাদে সকল রোগ-শোক থেকে মুক্ত থাকা যায়। তাই দেবীর পূজা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। সুতরাং বলা যায়, নানা প্রকার রোগব্যাধি হতে মুক্ত থেকে সুখ ও সুখসমৃদ্ধ জীবনযাপন করাই শীতলা পূজার মূল উদ্দেশ্য। তাই এ পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১২ ▶ ঢাকা বোর্ড ২০২৩

মমতা এবং বিধানের বিবাহের এক যুগ পার হয়েছে। তাদের কোনো সন্তান হয়নি। অনেক জায়গায় মানত করেও কোনো ফল পায়নি। তারা গুরুদেবের কথামত বিশেষ এক দেবতার পূজা করে। যিনি দেব সেনাপতি হিসেবে পরিচিত। এ দেবতার পূজার মাধ্যমে সন্তান লাভ করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। অন্যদিকে, রীপা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য এক বিশেষ দেবীর পূজা করে। যে দেবী শিবের শক্তিরূপে দেখা দিয়েছিলেন। গভীর অন্ধকার রাতে এ দেবীর পূজা করা হয়।

ক. বৈদিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. পুরোহিত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মমতা এবং বিধান যে দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে উক্ত দেবতার পরিচয় বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. রীপা দুর্যোগ মোকাবিলায় যে বিশেষ দেবীর পূজা করে উক্ত দেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

▶ শিখনফল ১২ ও ১৭

১২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক বেদে যেসব দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে বৈদিক দেবতা বলা হয়। যেমন— অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি।

খ পূজায় যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন, তার নাম পুরোহিত। সাধারণভাবে যিনি পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পূজার সময় অগ্রভাগে থাকেন, তাঁকে পুরোহিত বলে। সাধারণত যজমান পূজা করে দেওয়ার জন্য পুরোহিতকে আমন্ত্রণ করে আনেন।

গ মমতা ও বিধান যে দেবতার পূজা করে সন্তান লাভ করে ছিলেন তিনি হলেন কার্তিক।

কার্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ভগবান শিব ও মা দুর্গার পুত্র। দেবতা কার্তিক অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম দেহ এবং অসীম শক্তির অধিকারী। পুরাণে আছে, তারকাসুরের আধিপত্য থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করার জন্য স্বর্গের দেবতারা তাঁকে সেনাপতিরূপে বরণ করেন। তাঁর দেহবর্ণ তপ্ত স্বর্ণের সেনাপতিরূপে বরণ করেন। তাঁর দেহবর্ণ তপ্ত স্বর্ণের মতো।

যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কার্তিকের হাতে তীর, ধনুক ও বল্লম দেখা যায়। তার বাহন সুদৃশ্য পাখি ময়ূর। কার্তিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এসব যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। পুরাণ অনুসারে তারকাসুরকে বধ করার জন্য কার্তিকের জন্ম হয়েছিল। তিনি বলির পুত্র বাণাসুরকেও পরাজিত করেছিলেন। কার্তিকের অন্য নাম স্কন্দ, মহাসেন, কুমার গুহ ইত্যাদি। স্কন্দপুরাণ কার্তিককে নিয়ে রচনা করা হয়েছে।

ঘ রীপা দুর্যোগ মোকাবিলায় যে বিশেষ দেবীর পূজা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন দেবী কালী। এ দেবী পূজার শিক্ষা ও প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।

দেবী কালী অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার ভক্তদের কল্যাণে নিয়োজিত। তাঁর কাছ থেকে আমরা মঙ্গল সাধন করার শিক্ষা পাই। দেবী কালীর কাছে আমরা অন্যায়ের কাছে কঠোর, সহজের কাছে কোমল হওয়ার শিক্ষা পাই। অন্যায়কারীর কাছে দেবী রাগী এবং ভয়ংকরী। ভক্তের কাছে স্নেহময়ী জননী।

দেবী কালী ক্ষমতা ও শক্তির আধার। তিনি একাধারে কঠোর, অপরদিকে মমতাময়ী মা। তিনি এ বিশ্বের সকল অশুভ শক্তি ধ্বংস করে সকলের মধ্যে মঙ্গলবার্তা ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা দেবী কালীকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজা করে থাকেন। এ পূজার মাধ্যমে আমাদের আর্থসামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে অনেক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজ থেকে সকল প্রকার অশুভ শক্তি বিনাশের উদ্দেশ্যেই কালীপূজার আয়োজন করা হয়।

প্রশ্ন ১৩ ▶ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. পৌরাণিক দেবতা কাকে বলে? ১

খ. ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতাকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর উল্লিখিত দেবীর পূজা কীভাবে করা হয় ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ উল্লিখিত উৎসবটির শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

▶ শিখনফল ৯ ও ১০

১৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পুরাণে যেসব দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে তাদের পৌরাণিক দেবতা বলে।

খ ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ।

গ চিত্র-১ এ উল্লিখিত দেবী হচ্ছেন শীতলা। এ দেবী পূজার নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি রয়েছে।

শীতলা লৌকিক দেবী। দেবী শীতলাকে ঠাকুরানি, জাগরনী, করুনাময়ী, দয়াময়ী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। পূজামন্দিরে বা শীতলা পূজার নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহিতের মাধ্যমে শীতলা পূজা করা হয়। পূজার পদ্ধতি অন্যান্য পূজার অনুরূপ হলেও এ পূজার সময় ঠান্ডা জাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। পেঁপে, নারিকেল, তরমুজ, কলা ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় উপকরণ দেবীর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়। এ পূজায় সকল শ্রেণির ভক্ত অংশগ্রহণ করে থাকে।

এ পূজার প্রণাম মন্ত্র হলো—

ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্।

সরলার্থ : গর্দভ বাহন মার্জনী (ঝাঁটা) ও কলস হস্তা শীতলা দেবীকে প্রণাম করি।

ঘ চিত্র-২ এ উল্লিখিত উৎসবটি হচ্ছে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। এ পূজার শিক্ষা বাস্তব জীবনসম্মত।

দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া অর্থাৎ মহাজাগতিক শক্তি। দুর্গাপূজা ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বছরে দু'বার দুর্গোৎসবের প্রথা রয়েছে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে শারদীয় দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বাসন্তীপূজার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় মহালয়া উদযাপনের মাধ্যমে দেবীদুর্গার আগমনী ঘোষিত হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে প্রতিমা স্থাপন করে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয় এবং পাঁচ দিনব্যাপী চলতে থাকে অর্থাৎ দশম দিনে দশমী পূজার মাধ্যমে শারদীয় উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

এ পূজার মাধ্যমেই হিন্দুধর্মাবলম্বীরা সকল অকল্যাণকর কাজ ভুলে মায়ের ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়। সবাই পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে সৌহার্দবোধের সৃষ্টি হয় এবং আমরা একে অপরকে আপন করে নিতে পারি। নিজেদের মধ্যে সংহতি ও একাত্মতা বৃদ্ধি পায়। সামাজিক সংহতি ও সৌহার্দবোধের জন্ম নেয়। তাই হিন্দুরা প্রাচীনকাল থেকেই ভক্তিভরে দেবী দুর্গার পূজা করে আসছে। দুর্গাপূজায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি পেশার জনসাধারণ নানাভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এটি আমাদের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়।

তাই দেখা যায়, দুর্গাপূজার শিক্ষা ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এজন্য আমাদের সকলের এ দেবী পূজার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ১৪ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৩

ধীরেন বাবু একজন গরিব কৃষক। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অমাবস্যা তিথিতে বিভিন্ন মহামারি যেমন— ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি থেকে উত্তরণের আশায় এক বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। অপরদিকে, তার প্রতিবেশী রাঁধাকান্ত বাবু নিঃসন্তান। তাই তিনি সন্তান লাভের আশায় এক দেবতার পূজা করেন।

ক. যজমান কাকে বলে? ১
খ. 'বোধন' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ধীরেন বাবু যে দেবীর পূজা করেন তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাঁধাকান্ত বাবু যে পূজাটি করেন সে পূজার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১০ ও ১৯

ক যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে।

খ 'বোধন' হলো শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে দেবীদুর্গার পূজারম্ভের প্রাক্কালে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী শরৎকাল দেবলোকের রাত্রি দক্ষিণায়নের অন্তর্গত। তাই এ সময় দেবপূজা করতে হলে, আগে দেবতার 'বোধন' (জাগরণ) করতে হয়। একাধিক পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাবণ বধের পূর্বে রাম, দেবীদুর্গার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বিল্ববৃক্ষতলে বোধনপূর্বক দুর্গাপূজা করেছিলেন। এ থেকেই দুর্গাপূজায় বোধন প্রচলিত হয়ে আসছে।

গ ধীরেন বাবু যে দেবীর পূজা করেন তিনি হচ্ছেন কালী। এ দেবীর কৃপাতে সকল প্রকার মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কালীপূজা দুর্গা পূজার পর কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তরা সমাজের সকল অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য কালীপূজা করেন। পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের মহামারির (বসন্ত, কলেরা, রোগের প্রাদুর্ভাব, ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি) সময় রক্ষা কালী বা শ্যামা কালীর পূজা করা হয়। অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধীরেন বাবু তাই সকল প্রকার মহামারী (ঝড়, বন্যা, খরা) থেকে উত্তরণের আশায় কালীপূজার আয়োজন করে।

দুর্গাপূজার মতো কালীপূজাও গৃহে বা মন্ডপে প্রতিমা নির্মাণ করে সম্পন্ন করা হয়। দেবীর চক্ষু দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই কালীপূজা শুরু হয়। দেবীর পূজার জন্য ষোলো উপচার অনুসরণ করা হয় এবং আট শক্তিকে পূজা করা হয়। তান্ত্রিক হোম করা হয়। দেবী কালীকে ধ্যান, আরতি, ভোগ প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করে সবশেষে প্রণাম করা হয়।

ঘ রাঁধাকান্ত বাবু সন্তান লাভের আশায় কার্তিক দেবতার পূজা করেন। কার্তিক পূজার গুরুত্ব অপরিসীম।

কার্তিক একজন পৌরাণিক দেবতা। তার বাহন সুদৃশ্য পাখি ময়ূর। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজার আয়োজন করা হয়। নিচে কার্তিক পূজার গুরুত্ব ও প্রভাব তুলে ধরা হলো—

১. কথায় বলে কার্তিকের মতো চেহারা। অর্থাৎ কার্তিকের দেহাকৃতি অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ। এ কারণে কার্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা সুন্দর, সুঠাম ও বলিষ্ঠ চেহারার সন্তানাদি প্রার্থনা করে থাকেন।
২. কার্তিক দেবতাদের সেনাপতি। তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা। এজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে পূজা করা হয়।
৩. কার্তিক নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের দেবতা। কিন্তু সমাজের ন্যায়, অন্যায় ও অবিচার নির্মূলে তিনি অবিচল যোদ্ধা। তিনি তারকাসুর পরাভূত করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে স্বর্গেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা কার্তিকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণে নীতিবান হতে পারি। তাঁকে অনুসরণ করে বিনয়ী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি।
৪. আমাদের সকলকেই কার্তিকের মতো নম্র ও বিনয়ী হওয়া উচিত এবং অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া উচিত।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাস্তব জীবনে কার্তিক পূজার প্রভাব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১৫ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৩

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বছরের বিশেষ একটি দিনে কন্যা শিশুকে পুরোহিত দ্বারা ভক্তবৃন্দ পূজার্চনার মাধ্যমে সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে। অন্যদিকে, অপর্ণা রায়ের পরিবারে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। তিনি সমস্ত প্রকার রোগ-শোক থেকে পরিত্রাণের জন্য এক বিশেষ দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করে বাড়িতে পূজা করেন।

ক. পূজা কাকে বলে? ১
খ. একংসদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি —কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজাটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অপর্ণা রায়ের অনুসৃত পথ দ্বারা রোগ নিরাময় সম্ভব। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৭ ও ১৩

ক ঈশ্বর বা দেব-দেবীর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকে পূজা বলে।

খ 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'-এর অর্থ হচ্ছে– এক, অখণ্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ ও জ্ঞানীরা বহু নামে বর্ণনা করেছেন। দেবতাদের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার জন্য তাদের পূজা করা হয়। পূজার মাধ্যমে তাঁরা খুশি হন। মানুষ দেবতাদের কৃপা লাভ এবং সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য দেবতাদের পূজা করে। দেবতাদের পূজা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং অভীষ্ট দান করেন।

গ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পূজাটি হলো কুমারী পূজা।
মেয়েকে মাতৃজ্ঞানে ভাবনার মধ্যে দিয়ে কুমারী পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় মূলত কুমারী কন্যাকে আদ্যাশক্তির প্রতীকরূপে পূজা করা হয়। নারীকে মাতৃরূপে ভাবনা মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শুশ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর প্রকৃষ্ট প্রকাশ, ইনিই আমাদের মা। তান্ত্রিক মতে সব কুমারীই দেবীর প্রতীক। নারীকে মাতৃরূপে ভাবনা হিন্দুসাধনা-পূজার একটা বড় দিক। কুমারীর মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গারই পূজা করা হয়। কুমারী পূজায় নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কুমারী পূজা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজা যা দুর্গাপূজার অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। শাস্ত্র অনুসারে সাধারণত এক বছর থেকে ১৬ বছরের অজাতপুষ্প কোনো মেয়েকে এ দিন দেবীরূপে পূজা করা হয়।
ব্রাহ্মণ অবিবাহিত কন্যা অথবা অন্য গোত্রের অবিবাহিত কন্যাকেও পূজা করার বিধান রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শুশ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর প্রকাশ। কুমারী পূজার মাধ্যমে নারী জাতির প্রতি শ্রশ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

ঘ অপর্ণা রায়ের অনুসৃত পথ অর্থাৎ শীতলা দেবীর পূজার দ্বারা রোগ নিরাময় করা সম্ভব।
শীতলা দেবী একজন লৌকিক দেবী ছিলেন। লৌকিক দেবী হলেও পরবর্তীতে পুরাণে গৃহীত হয়ে পৌরাণিক দেবীর মর্যাদা পেয়েছেন। তিনি বসন্ত রোগের জ্বালা নিবারণ করে আমাদের শীতল করেন। এজন্য তিনি আমাদের কাছে দেবী শীতলা নামে পরিচিত। বস্তুত বসন্ত ও চর্মরোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য শীতলা পূজা করা হয়। গর্দভ বা গাধা তাঁর বাহন। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়।'
দেবী শীতলাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দেবী বলা হয়। তাই শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হই। তিনি সম্মার্জনীর মাধ্যমে অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করেন। কখনো কখনো তিনি নিমপাতা বহন করেন যা রোগ প্রতিরোধের মূর্ত প্রতীক।
পরিশেষে বলা যায়, শীতলা দেবী রোগ, শোক, তাপ দূর করে তাঁর ভক্তদের শীতল করেন বলে উক্ত পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। দেবী শীতলার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করলে বিভিন্ন রোগ নিরাময় করা সম্ভব।

প্রশ্ন ১৬ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

নিচের দৃশ্যকল্পের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দৃশ্যকল্প-১

দৃশ্যকল্প-২

ক. যজমান কাকে বলে? ১
খ. বৈদিক দেবতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন তিথির আনুষ্ঠানিকতা ও আচার ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত পূজার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৭

ক যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে।

খ হিন্দুধর্মাবলম্বীদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদে দেব-দেবীর রূপ, প্রভাব, সামাজিক গুরুত্ব এবং পূজাপ্রণালি বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে বৈদিক দেবতা বলে। বৈদিক দেবতা হলেন অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেব-দেবীর কোনো বিগ্রহ বা মূর্তি ছিল না। তবে বৈদিক মন্ত্রে সকল দেবতার রূপ, গুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে। অগ্নির মাধ্যমে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে বৈদিক দেবতাকে আহ্বান করা হতো।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ দুর্গাপূজার বিজয়া দশমী তিথির আনুষ্ঠানিকতা ও আচার ফুঠে উঠেছে।
বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা ও আচারের মধ্যে প্রথমে আছে দেবীকে সিঁদুর পরানো, মিষ্টিমুখ করানো এবং বিদায় সম্ভাষণ। এরপর সধবা নারীরা একে অন্যের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেয় এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে। এ দিনে একে অন্যের মধ্যে আলিঙ্গন করে মিষ্টিমুখ করে এভাবে একে অপরের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এদিন আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে মিছিল করে ঢাক, কাঁসর, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। এরপর বাড়িতে ফিরে ছেলে-মেয়ে ও পাড়া-পড়শিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও ধান-দূর্বা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্রদের মধ্যে নতুন জামাকাপড় বা অর্থ উপহার দেওয়া হয়।
দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যাচ্ছে সধবা নারীরা দেবীকে সিঁদুর পরাচ্ছেন, মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। তারপর একে অন্যের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছেন। পাশাপাশি একজন আরেকজনকে আলিঙ্গন করছেন। এগুলো মূলত বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতা।
বিজয়া দশমীর উক্ত আনুষ্ঠানিকতাগুলো মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত পূজা হচ্ছে কুমারী পূজা। এ পূজার গুরুত্ব অপরিসীম।